ফিরে আসা

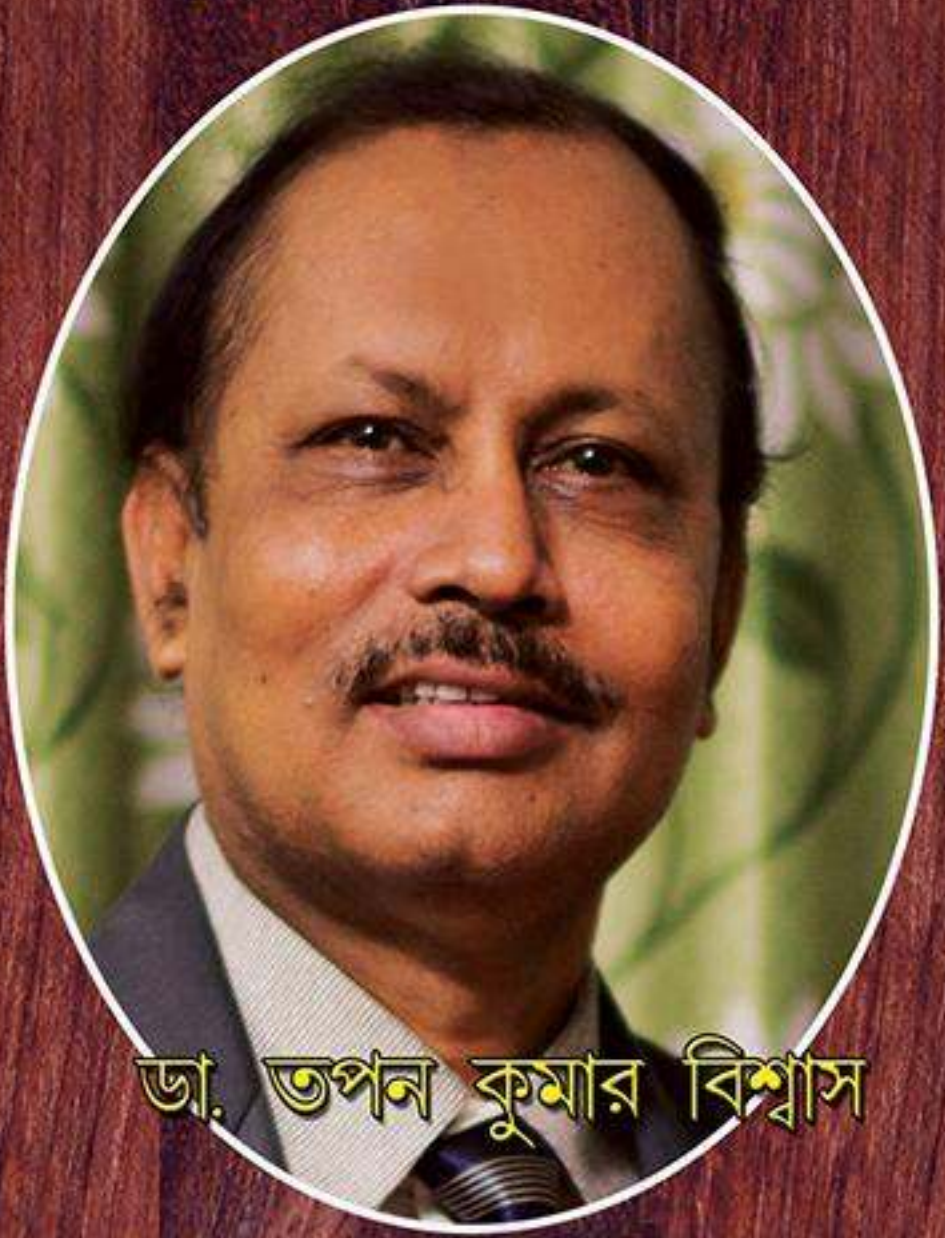

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

ফিরে আসা

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

শ্রীময়ী প্রকাশনী
বিবেকানন্দ সরণী, বারাসাত, কোলকাতা-৭০০ ১২৪
চলভাষ : ৯৮৭৪৭ ৮৮৭৬০

PHIRE AASA
(A Collection of Bengali Poems)
by Dr. Tapan Kumar Biswas
Mobile : 9433125195

প্রথম প্রকাশ
কোলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
ডা. দীপালী বিশ্বাস

প্রকাশক
রুমা রায়চৌধুরী
শ্রীময়ী প্রকাশনী
বিবেকানন্দ সরণী, বারাসাত
কোলকাতা-৭০০১২৪
যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৮৮৭৬০

বর্ণসংস্থাপক
বিধান ভৌমিক
বারাসাত, কোলকাতা-৭০০১২৪

মুদ্রক
এ.জি. প্রিন্টার্স
বৈঠকখানা রোড, কোলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. তপন কুমার বিশ্বাস
ISBN-97893-85011-09-2

১০০ টাকা

উৎসর্গ

পিতা - হরিদাস বিশ্বাস

ও

মাতা - নিশারাণী বিশ্বাস

প্রারম্ভিক

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস পেশায় চিকিৎসক ও সংগঠক। তিনি কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। তিনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর বঙ্গীয় রাজ্য কমিটির সভাপতি (২০১৮-২০১৯)। তিনি গত ১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বারাসাত শাখার পর্যায়ক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি পদে আছেন।

বর্তমানে তিনি বারাসাত সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আই এম এ সর্বভারতীয় জনসচেতনতামূলক চিকিৎসা পত্রিকা 'ইওর হেলথ'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাঁচ বছর বারাসাত পৌরসভার নির্বাচিত পৌরপ্রধান পারিষদ ছিলেন। তিনি স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম, বারাসাত শাখার সম্পাদক ও সভাপতি থাকাকালীন এলাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্য স্বাস্থ্য আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আই এম এ পরিচালিত বিনামূল্যে বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্রের (বারাসাত) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

কোলকাতা থেকে আই এম এ-এর বঙ্গীয় রাজ্য শাখার নিউজ ম্যাগাজিনে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ে ও সাংগঠনিক বিষয়ে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

স্কুলের সাহিত্য ম্যাগাজিনে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্য কর্ম শুরু। স্থানীয় বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় তাঁর লেখা বিশেষ করে প্রবন্ধ ও কবিতা সকলের নিকট বিশেষ সমাদৃত।

লেখকের জন্ম ৮ জুলাই ১৯৫৫। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪— এই শুভদিনে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পর থেকে দেখেছি চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজে তাঁকে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থাকতে। 'ফিরে আসা' কবিতা সংকলনটিতে বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন চরিত্রের ও ঘটনার উপস্থাপন রয়েছে যা কোনোটিই কাল্পনিক নয়। এগুলি তাঁর নিকট কথিত বা তাঁর শ্রুত অথবা দৃশ্যমান ঘটনা থেকে আহরিত। এই কবিতা সংগ্রহে রয়েছে লেখকের চিন্তা চেতনাপ্রসূত প্রেম, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির সূক্ষ্ম কিছু প্রকাশ ও বিশ্লেষণ যা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আলাদা ভাবনার অবকাশ রাখবে আশা করি।

ডা. দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কোলকাতা-৭০০১২৪
মোবাইল : ৯৮৩০১৭৫৫৪৯

সূচি

মাতৃ আশ্রম ৯ □ চাওয়া ১০ □ ভাবনা হঠাৎ ১১ □ আশা ১২ □ লখিন্দর ১৩ □ আলো ১৪ □ সময় ১৫ □ সেদিন ১৬ □ অতৃপ্ত চাঁপা ১৭ □ বার্তা ১৮ □ মলাট ১৯ □ মমতাময়ী ২০ □ নিধনযজ্ঞে ২১ □ হঠাৎ রোদ ২২ □ ঝুমা ২৩ □ প্রত্যহের প্রত্যয়ে ২৪ □ বর্ষামঙ্গল ২৫ □ দোল ২৬ □ বাবার কালো কোট ২৭ □ সম্পর্ক ২৮ □ আর্তনাদ ২৯ □ মায়ের ডাক ৩০ □ আহত অভিমান ৩১ □ হারমোনিয়াম ৩২ □ ফিরে আসা ৩৩ □ পুরুষ ৩৪ □ ভালোবাসা ৩৫ □ এক গৃহবধূর চিঠি ৩৬ □ সূর্যসংকল্প ৩৭ □ তুমি ৩৮ □ একাকীত্বের আহ্বান ৩৯ □ কল্যাণী ৪০ □ লং ড্রাইভ ৪১ □ ফিরিয়ে দাও ৪২ □ নয় মাস ৪৩ □ আকর্ষি ৪৪ □ উপেক্ষা ৪৫ □ অনাবশ্যক ৪৬ □ দুঃসময়ের গান ৪৭ □ আকুতি ৪৮ □ দাম্পত্য ৪৯ □ জীবন দর্শন ৫০ □ চেতনা ৫১ □ সন্ধ্যায় ৫২ □ বৃত্তান্ত ৫৩ □ সংক্রমণ ৫৪ □ সামগ্রী ৫৫ □ অভিমান পরম্পরা ৫৬ □ অভিযোগ ৫৭ □ কানুন ৫৮ □ মেয়ে ৫৯ □ অজানা ৬০ □ বিশ্বাস ৬১ □ ভ্রান্তিবিলাস ৬২ □ কানু ৬৩ □ অনুচ্চারিত অন্বেষণ ৬৪ □ ঝরা শিউলি ৬৫ □ সূর্যসংবাদ ৬৬ □ দ্বন্দ্ব অন্তর ৬৭ □ বন্ধু ৬৮ □ প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধানে ৬৯ □ সম্বিৎ ৭০ □ দ্বৈত সত্ত্বা ৭১ □ কিডনি ৭২ □ লাশকাটা ঘর ৭৩ □ বিষণ্ণ প্রস্থান ৭৪ □ বিষাদ বর্ষা ৭৫ □ সম্বন্ধ ৭৬ □ পরাভূত প্রেম ৭৭ □ কৌশিক ৭৮ □ দিনশেষে ৭৯ □ প্রকাশনা ৮০ □

মাতৃ আশ্রম

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে আজকাল
পাশের ঘরে মা, ছুটে যাই ওঘরে প্রায়ই
মায়ের কপালে হাত রাখি, নিঃশ্বাসে পাতি কান
না, সবই ঠিক আছে। প্রতি রাতের অভ্যাস—
দুরুদুরু ভয়ের এক অভ্যাস যেন।
মাঝ রাতে নিঃশব্দে মা-ও কখনও আমার ঘরে—
ছেলে বউমাকে দেখে যায়।
বয়স হচ্ছে সকলেরই!
শরীর ভালো যাচ্ছে না মায়ের—অনেকদিন বাবা গত।
ওঘরে মা একা—অনেক বছর একা।
দু দুবার নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়েছি।
ফিরিয়ে এনেছি মায়ের ঘরেই মাকে
মরণের দুয়ার থেকে দুবারই।
বাবা নেই—মা খুব একা।
ভরসা আমার এই—মা তো আছে।
বৃদ্ধাশ্রমে মা নয়—মাতৃ আশ্রমে আছি আমি।

চাওয়া

যদি জলে প্রাণ দেখতে চাও
তো ঝরনার কাছে যাও কোনো পাহাড়ে।
যদি ভালোবাসার কথা শুনতে চাও
তো ডেকে নিয়ো শার্টের বোতাম খোলা কোনো বেকার যুবককে।
যদি তৃষ্ণা মেটাতে চাও—
তবে বিকেলে সাগর পাড়ে একলা বোস একটু।
যদি স্বপ্ন দেখতে চাও ভালো কোনো
তবে দিনের প্রখর সূর্যকে বল, নির্মমতাই সব নয়।
যদি ক্ষুধার্ত হতে চাও
তবে পূর্ণিমার রাতে ছাদে বস— একাকী একেবারে।
যদি ভালো সংসারী হতে চাও তো
উদাসীনতার পাঠ নাও প্রতিদিন।
যদি অসুখী হতেই ইচ্ছে করে—
তো মূল স্রোত ছাড়া উপমায় ভর করা কবি হও।
যদি সার্থক মানুষ হতে ইচ্ছে হয় কখনও,
দেখ একবার—
ফুল রূপ আর সুবাস দিয়ে নিজে ফুরাল।

ভাবনা হঠাৎ

একটা বোবা মানুষকে দেখলাম
পথে, থামালাম তাকে
শুধোলাম, কোনো কষ্ট আছে তোমার?
মুখ নেড়ে ইশারা করল, চলছে।
একটা অন্ধ মানুষকে দেখলাম পথ হাঁটছিল লাঠি ঠুকে
শুধোলাম, কোনো কষ্ট আছে তোমার?
লাঠিতে পৃথিবী ঠুকে বলল, চলছে তো বেশ।
একটা বধির মানুষকে পেলাম
শুনতে পায় না কানে।
শুধোলাম ইঙ্গিতে, কোনো কষ্ট আছে?
ঘাড় নেড়ে বোঝাল, চলছে। আছি বেশ তো।
মূক অন্ধ বধির সকলে বলেছিল, বেঁচে আছি তো, চলছে।
চারিদিকে একবার চকিত চাহনি তারপর দ্রুত প্রস্থান।
ওরা সজোরে চেপে রাখল ধিক্কার আর মনঃকষ্ট।

আমিও কি এক মূক অন্ধ বা বধির?
তাই অহর্নিশ বলি, ভালো আছি?
অসহায় মানুষগুলোর মতো মনের চিৎকার মনে চেপে?

আশা

এই যে আমি
বুক ফুলিয়ে বলতেই পারি—আমি বড়ো একটা আমি।
বোর্ড মিটিং অফিসে, সমাজসেবী বিকেলে।
সন্ধ্যায় বস্ত্র বিতরণ ক্লাবে
রক্তদান পরদিন।
বউ ছেলের বায়না—শপিং মল—রাতে ডিনার।
ফুলের তোড়া—খুব চাপ।
অনেক রাতে ঘরে ফেরা—! ক্লান্ত শরীর—বড্ড ধকল সারাদিন।

পাশের ঘরে কে কাতরায়? না কেউ না—মা হবে।
বয়স হলে সবার হয়।
প্রেসার সুগার বাত নয়তো গ্যাসের ব্যথা—
চুপ করে শুয়ে মা—ঘুম আসে না।
ছেলের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।
নেই কোনো অভিযোগ - অভিমান—একুশ বছর,
সাথের মানুষ চলে গেছে একুশ বছর!
জেগে থাকে মা—একটি আশায়—
ছেলে যদি একটু বলে—মা, খেয়েছ? একবার বলে, কষ্ট হচ্ছে মা?
ব্যস্ত ছেলে—তবু যদি এমন হত!

লখিন্দর

লখিন্দরের লোহার খাঁচা
প্রাণ ছিল আরাধনায়
প্রত্যয় ছিল দৃঢ়তায়
ছিদ্র ছিল ছোট্ট একটা
বাঁচার বড়ো ইচ্ছা ছিল লখিন্দরের।

সবাই খুব বাঁচতে চায়
সবাই চায় সরলতায় সততায়
পরিশ্রমে ঘাম ঝরিয়ে।
একটি করে ছিদ্র এসে হাজির হয়
গোপন পথে
ভাসিয়ে দিয়ে
অবশেষে অকালে সব ঝরে যায়
ভালো ভালো ইচ্ছেগুলোয় পচন ধরে
সমাজ চিত্রে পুতিগন্ধ আবার ফেরে
ঘুণ ধরিয়ে কোণে কোণে।

বেহুলা তুমি কোথায় আছ
আওয়াজ দাও।
বিপন্ন যে লোহার খাঁচা
ফিরে এসো আবার তুমি
বারে বারে আঘাত কর
আতঙ্কিত আবাসভূমি
লখিন্দরের ঘুম ভাঙাও।

আলো

দিন শেষের সূর্য সন্ধ্যাকাশে তারা জ্বেলে যায়।
দেশলাইয়ের কাঠিতে আলো জ্বালায় গাছেরা জীবন দিয়ে।
বিয়ের কার্ড ড্রয়ারে ঠাঁই নেয় আলোর রোশনাই জ্বলার আশায়।
আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ নিঃশেষ হয় আলোর ঝলকানি দিয়ে।
অন্ধকারে জোনাকির প্রাণ তার আলোতেই।
আলোর খেলায় চাঁদ অমাবস্যা পূর্ণিমা।
প্রিয়জন পৃথিবী ছাড়ে—
মোমবাতির আলোতে শোকসভা।
সবাই আলো জ্বেলে যায়।

প্রিয়নাথবাবুও আলো জ্বালেন ছাত্রদের হৃদয়ে।
আজ রাতে ঘুম আসছে না বুকে খুব ব্যথা।
শুভদীপ ওর বাবাকে বলতে পারল না—?
বাবা, যৌতুক চাই না আমি, রত্নাবলীকেই বিয়ে করব।
রত্নাবলীর বাবা ফিরে গেলেন।
প্রিয়নাথবাবুর প্রিয় ছাত্র ছিল শুভদীপ।

সময়

মায়ের গলা জড়িয়ে তিন বছরের সোনা কেঁদেছিল সেদিন
—আমি একা স্কুলে যাব না।
মা, তুমি চল—আমিও যাব।
তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।

সুনীতা খোঁপার রজনীগন্ধাকে বলেছিল,
তোমায় ছাড়া আমি ভাবতেই পারি না
সবাই বলে রজনীগন্ধায় সুনীতা এত সুন্দরী।

ছোট্ট রাজুর প্রাইমারিতে হাউজ টিউটর দেবদাস স্যার।
—দেবদাস স্যার ছাড়া আমি কারও কাছে পড়ব না।
রাজু এখন উঁচু ক্লাসের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র।
ব্যস্ত ল্যাপটপে চোখ সেঁটে আছে।

সোনা এখন জার্মানিতে—
মায়ের ঘর থেকে ভেসে আসছে, হরি পার কর আমারে।
খোঁপার শুকনো রজনীগন্ধা মেঝেতে পড়ে
দেবদাস স্যার নতুন ছাত্র খুঁজে বেড়ান।

সেদিন

এখন সকাল—উষ্ণ চুমুক কফির কাপে, ডিজিটালে মর্নিং নিউজ।
সেদিন ছিল শীতের ভোর খেজুর রসে আনন্দ।
সেদিন ছিল সুতির চাদর—উত্তুরে হাওয়ায় হাড় কাঁপন।
আজ স্যুট টাইতে হন্তদন্ত ল্যাপটপেতে আদ্যপান্ত।
শৈশবেতে হুটোপুটি পৌষ পার্বণে পিঠে পুলি—পাটি শাপটা।
এখন ঔদ্ধত্য রেস্টুরেন্টে থাই স্যুপ চিকেন তন্দুরি—হট পিজ্জা।
স্মৃতির কোলে বন্দিনি যে নলেন গুড়ের মিঠে পায়েস।
এখন দীপার হাতে মেনু কার্ড আর হোটেল বারে সাক্সোফন।
শুক্রবারের আকাশবাণী রাতের নাটক সারা সপ্তার অপেক্ষা
সবাই ছিলাম আপনজন মধ্যিখানে রেডিওটা।
আজ স্মার্টফোন—এলইডিতে সবাই আমরা বিষম একা।
পিয়োন কোথা—খামের চিঠি, তোমার দেখা কই
প্রতীক্ষাতে কিশোর প্রেমিক গোপন ভালোবাসায়
অবশেষে এক নিমেষে বইয়ের ভাঁজের আশ্রয়ে।
এখন খোঁজা মধ্যরাতে মেসেঞ্জারে উদ্ভিন্নার-হাই হ্যালো,
নেট বন্দি আমরা এখন হোয়াটস আপ নয় টুইটারে।
সেই সে হল্লা যাত্রাপালা হ্যাজাগ জ্বেলে সারা রাত।
এখন ব্যান্ড সাইক্লোনে তুফান ওঠে রঙিন গ্লাস আর লিপস্টিকে
হইহুল্লোড়ে বাহুলগ্না নাইট ক্লাবে অবিন্যস্ত সঞ্চালনে।

অতৃপ্ত চাঁপা

আমার ভালোবাসা ছিল
সব তোমারই জন্যে
ডালি ভরা আঁচল ভরা।
ভালোবাসায় তরঙ্গ ছিল
তুমি ছুঁয়েও দেখোনি।
ভালোবাসায় আদর ছিল
বুকের জামা বন্ধ ছিল
বোতাম খোলোনি।
ভালোবাসায় মুক্তো ছিল
একটুও হাসোনি।
ভালোবাসায় তৃষ্ণা ছিল
ঠোঁটে স্পর্শ দিলে না।
ভালোবাসায় ঝরনা থাকে
বুঝতেই পেলে না।
ভালোবাসায় কান্না থাকে
সব পেয়েছির আনন্দে
নিতে দিলে না।
তুমি শুধু শরীর ছুঁলে
মনটা ছুঁলে না।
ভালোবাসায় আমি ছিলাম
হাত বাড়ালে না।

(কোনো এক প্রেমিকার ছেঁড়া পাতা...)

বার্তা

ঠকঠক শুনতে পাই দরজায়
অপরাহ্ন এসেছে সন্নিকটে
ছেড়ে দিতে হবে জায়গাটুকু।
চিঠি বিলি সম্পন্ন—আগাম বার্তা দিয়ে
পিয়োনও শুনিয়ে যায়
তারও সময় হয়েছে এবার
গ্র্যাচুইটি পেনশনের হিসেব কষার।

পৃথিবী বুড়ো হয় না
নতুনদের নিয়ে নব কীর্তনে
অবলীলায় অক্লেশে সযতনে।
কেন ক্ষমার চোখে দেখতে পারি না!
কেন উপেক্ষা করতে পারি না!
ওদের ব্যাকুলতা আকুলতা
ওদের প্রাণের জোয়ারে ভালোবাসা
ওদের বেড়ে ওঠা নব দিগন্তে নতুন আশায়।

কেন
স্বার্থপরের মতো আঁকড়ে থাকার বাসনা
লোভীর মতো লোলুপ দৃষ্টি?
অবোধের মতো বুঝতে না চাওয়া
ধীর পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছি তো
স্থির গন্তব্যে নিশ্চিত নির্ধারিত।

মলাট

বই পড়া শখ নিরঞ্জনের
বই পেলে সে আত্মহারা-পাগল না-হয় ছন্নছাড়া।
বই যেন ওর পুজোর ছুটি, বই যেন ওর দুর্গা ঠাকুর।
ডুব দিয়ে বইয়ে সারাদিন সারাক্ষণ।
চুলোয় যাক নাওয়া খাওয়া, পড়তে হবে সবার আগে।
রোদে পুড়ে বইয়ের দোকান, কখনও বা কারও বাড়ি।
ধার করে —চেয়ে-চিন্তে, কিনবে যে তার নেই কড়ি
হঠাৎ একদিন কাকিমা অনেক বছর পর।
নিরঞ্জনকে বেশ লেগেছে কাকির মনে।
যাবে, চল আমাদের বাড়ি, রবি নজরুল কালিদাস—সব আছে।
কি চাও তুমি আমার তাক ভরা শুধু বই-ই বই।
বই দেখো তো আমার! হাজারও বই মলাট ঝকোমকো।
খুশি আটখান নিরঞ্জন—কাকি হো তো অ্যায়সা!
দুর্গা পুজোয় কাকির বাড়ি নিরঞ্জন—
পুরো পুজোয় বই পড়া,
ওথেলো থেকে ফেলুদা আলমারি সব ঠাসা।
চমকদার চোখ ধাঁধানো মলাটে বই বাঁধা।
নিরিবিলি দুপুর এক—কাকির ঘরে নিরঞ্জন।
বই একখানা টেনে নিয়ে একমনে অনেকক্ষণ।
গুনগুনিয়ে ঢুকল ঘরে কাকি—একি! অগ্নিমূর্তি হঠাৎ সে।
কি সর্বনাশ, চমকে উঠে ধমকে ওঠে কাকি।
বিদেশি মলাটে মোড়া—কেউ ছোঁয় না আমার বই।
বাঁধিয়ে রাখা, সাজিয়ে রাখা।
দিলে তো সব নষ্ট করে! শোনো বাপু,
যত্ত খুশি দেখতে পার—বাইরে থেকে।
তাকের বই তাকে রাখ, মলাট হবে নষ্ট।
কুঁকড়ে যাওয়া নত মুখ অপমানিত নিরঞ্জন।
মলাট ধরা হাত কাঁপছে—অবহেলায়-
জীবনানন্দ রবি নজরুল কালিদাস ওথেলো আর ফেলুদার।

মমতাময়ী

মা বলে দু হাতে তুই জড়িয়ে ধরতিস আমাকে
কদিন আগেও। এই সেদিনও।
ফুচকা খাবি, পয়সাগুলো কেড়ে নিতিস আঁচল থেকে
দুদিন আগেও।
পাড়ার ছেলে, লাভ ইউ—বললে
কত শত নালিশ করা—হাসি ঠাট্টা মশকরা
এই সেদিনও আমার সাথেই।
বসের সাথে মোবাইলে একটু আধটু কথা বলি
মুখ ভার সারাদিন—বুঝে নিতাম তোর অভিমান
মা অন্ত প্রাণ—এই সেদিনও।
টিউশনের মাইনে পেয়ে ছুটে এসে
কি খাবে বল মা, মাইনে পেলাম মাস শেষে!
গেল মাসেও এগ-রোল আর আইসক্রিম—
এই সেদিনও—আমরা দুজন মায়ে বেটি।

রাত করে বাড়ি ফিরলে ভাইকে যেই বকা দিতাম
আমায় তুই চুপ করাতিস উলটো আমি ধমক খেতাম
তোর কাছেই
এই তো সেদিন।

ওবাড়ির কাকি এলে জড়িয়ে ধরে বললি সেদিন
বিমল দাদার বিয়ে দাও—অবাক হলাম আমিও।
কাঞ্জীভরম শাড়ি পরব। নাচব গাইব ফূর্তিতে।
এই সেদিনও তুইই বললি কাকির গলা জড়িয়ে ধরে।

কাকি সেদিন ঘুরতে এল বউমা নিয়ে কপাল ভরা সিঁদুরে।
তুই পালালি চুপিসারে চিলেকোঠার ছোট্ট ঘরে।
দেখেছি তোর মুখের আঁধার
চাপা ব্যথা অন্তরে।

নিধনযজ্ঞে

বয়স একশো বা দুশো
বা শিশু বৃক্ষ কোনো
পত্র পুষ্পে প্রস্ফুটিত আহ্লাদিত কেউ
নিষ্ঠুর যন্ত্রদানব আতঙ্কিত কোনো দ্বিপ্রহরে
হুড়মুড়িয়ে ওদের উপর
কুঠারঘাতে ছিন্নভিন্ন দেহ
দুমড়ে মুচড়ে ডালপালা কচি পাতা
যন্ত্রযানে ঠিকাদারের গন্তব্যে
নীরব ক্রন্দনে চঞ্চল উষ্ণ বাতাস
পক্ষীকুল প্রতিবাদে ডানা ঝাপটায়
ওদের শেষ আশ্রয় কেড়ে নেওয়া
মানুষ বধির আজ।

আমাদের জীবন যৌবন সুখ শান্তি
মানুষের জন্যই নিবেদন—
একি বিধাতার বিধান
নাকি শক্তির আধিপত্য পৃথিবীময়।

পরাভয়ে ভীত না হয়েও
প্রকৃতিপ্রেমী ক্ষুদ্র সংখ্যায় এক কোণে
প্রতিবাদ পতাকায় মৃদু ভর্ৎসনায় ওরা
তবুও ছিল সমবেত সমবেদনায়।
আমাদের দহনের আগুনে ওদের
ধিক্কার জ্বলে উঠুক একত্রে।

হঠাৎ রোদ

আজ সকালে মনটা ভালো অনেক দিন পর—
হতাশ প্রাণে নিরাশ অন্ধকার—
ফিরবে না আর?
নিবুনিবু একে-একে প্রদীপের শিখাগুলো—
আশঙ্কার উঁকি অহরহ—বন্ধ হতে থাকে একটি করে জানালা
ওষুধ-পথ্য-প্রার্থনা—খাদের কিনারে পৌঁছে গেলাম।
হৃৎস্পন্দনের সন্ধানে বিমর্ষ
অবশেষে আজ হঠাৎ রোদ সকালে—
জ্বলে উঠল নিবুনিবু প্রদীপের দিশাহারা সলতে
সব জানালা খুলল আলোর ছটায় যেন মাতৃ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা।
চনমনিয়ে উঠল আমার প্রাণ।

এক বাটি দুধ—
মা নিজ হাতে খেতে পারল অনেক দিন পর।
বাটির সবটুকু দুধ খাবে, মা—
বকুনি দিলাম আদেশের স্বরে।
এ এক শিশু যেন, এ আমার মা।
সব দুধ খেল, পায়েস টুকুও।
মায়ের চোখের কোণে হাসি দেখলাম আবার
এবারও মা ফিরল বড়ো ধাক্কার পর
দম বন্ধ বাড়ির বাতাসেরা শীতের সকালে নেচে উঠল
ছাদের টবে চন্দ্রমল্লিকা কুঁড়িরা সমবেত গান গেয়ে উঠল
বকম বকম আনন্দে কার্নিশে পায়রাগুলো ডানা ঝাপটাল
পোষা বিড়াল মায়ের লেপে গুটিশুটি—আদরের লোভে
শীতের সকালে মিষ্টি সূর্য মায়ের সাথে হেসে উঠল আজ।

ঝুমা

ঝুমা একটি চাঁদের নাম
চন্দ্রমুখী নজর কাড়া
কথা বলে ঝরনার মতো কল্লোলিনী
কত কথা
ভালো লাগা খারাপ লাগা খুনসুটি
বাঙালি ঘরের গৃহবধূ
সাজতে খুব ভালো লাগে
নাচতে খুব ইচ্ছে করে
নাচেও সে সাজেও সে
দরজা জানলা কপাট দেওয়া
ঘরের মধ্যে সামনে আয়না একাকী।

বাইরে যেতে ইচ্ছে অনেক দল বেঁধে।
যায়ও সে যখন খুশি
গানের জলশায়, সিনেমাতে,
পয়লা বোশেখের মেলাতে
পাড়ার মেয়েদের আড্ডাতে
সঙ্ঘমিত্রার বিয়েতে।
যায়ও সে, অনায়াস ইচ্ছেতে
ঝুমা যায় কল্পনার ডিঙিতে।

বিয়ের পর পনেরো বছর
যায়নি কোথাও, নাচেনি সে, গায়ওনি।
ইচ্ছে আছে ডানা নেই। স্বপ্ন আছে ঘুম নেই।
সুখে আছে ঝুমা নামের মেয়েটি।
সত্যি সুখী—তুমি বললে হবে কি?
সে তো সুখী। তোমরা ভেবে করবে কি?
বিয়ের পর মানিয়ে নেওয়া শাসনে।
স্বামী সন্তান সুখের খাঁচায়, সুখে আছি দিব্বি আছি দুবেলা।
সোনার খাঁচা সোনারই তো!

প্রত্যহের প্রত্যয়ে

দিন শেষে বিধ্বস্ত মনটা শরীরটাও—
মোকাবেলায় প্রতিদিনের যুদ্ধ শেষে
প্রতি সকালে প্রাতঃরাশে
পুরোদিনের।
ফের প্রস্তুতি
সম্মুখ সমর যুদ্ধক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের নবায়নে
ভেবেছিলাম থাকব আমি যুক্তিহীন নির্ঝঞ্ঝাট
তবু যদি বহমান থাকে কিছু অন্তত।
ভেবেছিলাম সরল রেখায় মসৃণ হোক জীবনটা
মানেনি এ মনটা।

সারাজীবন একঘেয়েমি হৃৎস্পন্দন
না-পসন্দ ধারহীন শ্যাওলা পড়া সূর্যরশ্মি।
তাই তো চাই যুদ্ধ হোক, শরীর হোক যুদ্ধান্তে বিধ্বস্ত।
বিছানায় ফেললেই ঘুম
প্রার্থনা বা প্রক্রিয়া ছাড়াই।
চাই ফের প্রভাতে ফের লড়াই—
শিরস্ত্রাণ ছাড়া যোদ্ধা আর খাপ খোলা তলোয়ার
তর্জনী চালনা বেপরোয়া।
ভোরের শান্ত বাতাসেও শাণ দিয়ে রাস্তায় নামা।
না হলে বিমর্ষ হবে জীবনটা।
তাই নতুন মন্ত্রে
নতুন সমীকরণ
নতুন যুদ্ধের নতুন অস্ত্র নতুন সকালে।
ভালো আছি দিনান্তে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েও।

বর্ষামঙ্গল

বৃষ্টি এল অবশেষে আকাশ ভরে
মেঘগুলো বৃষ্টি দিল উপুড় করে
ঝরবে এবার সারাদিন।
কত কবি উদাস হবে
বৃষ্টি জলে গা ভেজাবে
কাব্য হবে, ছড়া হবে সৃষ্টি হবে কত কী।
ভিক্টোরিয়ায় ছাতা মেলে এরা দুজন ওরা দুজন
এদিক ওদিক অনেক দুজন চার পাশে আবডালে।

দুর্গা পুজোয় কালী পুজোয় সেলিব্রেট সুযোগ পেলেই
বর্ষা এলেও সেলিব্রেট।
মৌসুমীকে বলে দিলাম রান্না নেই আজ রাতে।
হোম ডেলিভারী—কষা মাংস বেশি বেশি।
হোক না একটু টুং টাং বরফগুলোর ঠোকাঠুকি
গ্লাসগুলোর মুচকি হাসি—হোক না একটু এমন কী।

পাশের ঘরে বাবার জ্বর। ঘুম আসে না।
মা নেই সাতটি বছর। বাবা একা বাবার ঘরে।

দোল

দীপু, স্নান করেছ সাবান মেখে?
রং তুলেছ সব?
কি?
ওঠেনি সব? গায়ের রং?
দীপু, দোল মানে কি রং মাখা সারা গায়ে?
দোল মানে কি মন রাঙানো আবির রঙে?
স্নান মানে কি রং তোলা গা থেকে বিকেল বেলা?
মনের ময়লা ধুয়ে ফেলা?
যে রং টুকু রয়ে গেল গায়ে-পায়ে—কোনো মতেই উঠল না
সে রং থাকুক তোমার মনে মন রাঙিয়ে।
বছরভর থাকুক তারা সুবাস নিয়ে।
যে কাপড় পরে রং খেললে
কি করবে ওটা দিয়ে? গরিব কাউকে বিলিয়ে দেবে?
দীপু, তোমার রং মাখা ওই কাপড়খানি বিলিয়ো না।
রেখে দিয়ো—ওটা দিয়ে ইতিহাস হবে। বরং—
একটা নতুন জামা কিনে দিয়ো
পরিয়ে দিয়ো গরিব ওই মানুষটাকে।

বাবার কালো কোট

ঘন কালো মেঘের সন্ধ্যা
সকাল থেকেই ঝরঝর বর্ষা
বিষাদ বর্ষা—মন আনচান।

সন্ধ্যা তখন—বর্ষা ছিল সেদিনও
সুমিতের গায়ে জ্বর—হঠাৎ কাঁপিয়ে জ্বর
গায়ে পাতলা একটা হাফ শার্ট।
সোফায় শুয়ে চোখ বুজে
ঠকঠক করে সুমিত কাঁপছে জ্বরে।
ঝুমার বাবার একমাত্র কালো কোট
ছুটে গিয়ে নিয়ে এল—আলমারি থেকে
বাবার কোটটায় চেপে ধরল সুমিতকে।
অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণই।

রাত হচ্ছে—
সুমিত বলল, বাড়ি যাব, ঝুমা। রাত হল।
রাতে ঝুমার বাড়িতে থাকতে পারবে না, সুমিত জানে।
সুমিত বলল, যেতে পারব, চিন্তা করো না।
বাবার কালো কোট চেপে সুমিত বেরোল।
ওর মোবাইল এল এক ঘণ্টা পর।
চিন্তা করো না, পৌঁছে গেছি।

ঝুমার বাবা অসুস্থ কদিন—বয়স হল।
কোটটা বের করে দিবি, মা।
শীত করছে খুব।
দৌড়ে আলমারি খুলল ঝুমা।
মুখটা ভেসে উঠল সুমিতের
পাঁচ বছর আগের সেই মুখ।
আলমারির খোলা পাল্লা আঁকড়ে নিথর ঝুমা।
দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

সম্পর্ক

সঞ্চয়িতার ভাঁজে
এক শুকনো গোলাপ নিঃশব্দে—
আটলান্টিকের গভীরতায়
আটকে আছে অক্ষরগুলোর সাথে স্মৃতি হয়ে
সম্পর্কে গভীর। আমাদেরই মতো।
কথা নেই—তবু মিশে থাকা নিপুণ বিন্যাসে।

গোলাপের অক্ষরগুলো গোলাপের হৃদয়ে।
পড়তে চাইলাম—চোখ ঝাপসা হয়ে এল
সেই কবে তুমি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলে
'হঠাৎ দেখা'—রবি ঠাকুরের।
সে পাতায় সেদিনের সযত্নের গোলাপ।
গোলাপের বুকে কান পাতলাম
তোমার কণ্ঠে শুনতে পেলাম সেই চেনা ছন্দ
—'সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।'
গোলাপের পাপড়িগুলো গেয়ে উঠল কোরাসের কল্লোলে—
আমরা আছি তোমাদেরই সাথে
গোলাপ কাঁটায় রক্ত গোলাপের আকর্ষণে
অভিমানে শাসনে।
তোমার ভালোবাসায়।

আর্তনাদ

বাবা হারানো অহনা।
এক রাতে বাবা ফেরেনি শহর থেকে।
খিদের আগুন পেটের জ্বালা অহনাই জানে।
বারো বছরের অহনা এল মায়ের সাথে কলকাতা।
হোটেলে কাজ বাসন মাজা।
রাতে কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা!
দশ টাকায় প্রতিরাতে ফুটপাথে শোয়া।
হাজু বলল, শুবি? ব্রাবোর্ন রোডে ঠাঁই নিল মা-বেটি।
রোজ রাতে হাজু আসে টাকা নিতে।
ভয় দেখিয়ে আরও কি সব—মা কাঁদত যন্ত্রণায়।
বোঝে না সব ছোট্ট মেয়ে অহনা। ফুটপাথ রাতের নরক।
ট্যাক্সিতে মুখ চেপে সে রাতে তুলে নিল অহনাকে
পাষণ্ডের দল
ক্ষতবিক্ষত দ্বাদশী ফুটপাথকন্যা অহনা।
রাতভর অত্যাচার, শরীর ছেঁড়ার যন্ত্রণা—
বাঁচতে চায় অহনা। পারছি না আর, বাঁচাও।
কলকাতার রাজপথ কেঁদেছিল কিশোরীর রক্ত দাগে।
নির্মম শ্বাসরোধে অহনার ঠিকানা তপসিয়া খাল।
বাঁচাও চিৎকার—মর্মন্তুদ আর্তনাদ
কেউ শোনেনি সে রাতে।

মায়ের ডাক

অন্ধকার চিলেকোঠার ওই ছোট্টঘর
শুয়ে আছেন রাধারানী দুর্গন্ধে
প্লাস্টিক পাতা শক্ত পাতলা বিছানা
কাজের মাসি কাল আসেনি, আজও না
ময়লা একখানা ভেজা শাড়ি রাধারানীর
পালটে দেওয়ার মানুষ নেই দুদিন গেল, কেউ আসেনি
আজ দুটোদিন খবর নেই, খাবার নেই ওষুধ নেই
ভুলেই গেছে ওরা সবাই, ব্যস্ত সব কাজের চাপে।
খালি শিশি ওষুধের
তেলাপোকারা রাধারানীর বিছানায়।
তেলশিটে বালিশটা অনাদরে
মশার কয়েল জ্বলে চলে দিনরাত
রাধারানীর পাহারায়।
ডাক্তার এলে ছেলে শুধোয়,
লাস্টিং করবে কতদিন, ডাক্তারবাবু?
আঁতকে ওঠেন ডাক্তারবাবু—একি বলেন?
সে সময় থাকবেন তো? ডেথ সার্টিফিকেট লাগবে একটা।
শ্মশান ঘাটে বড্ড হ্যাপা।

রাধারানীর সময় কম। শ্বাস পড়ছে ঘনঘন
ব্যস্ত সবাই, দুশ্চিন্তায় মেনু নিয়ে সরগরম
মায়ের শ্রাদ্ধ বিরাট ব্যাপার
অনেক লোক শ্বশুর বাড়ির, অফিস কলিগ, নেতা-গোতা
স্ট্যাটাসটাই বড়ো কথা।

সন্তু সোনা খোকা আমার, যাচ্ছি চলে কাছে আয়
সোনা আমার।
বসবি একটু আমার কাছে?
তিন তলার এই চিলেকোঠায়।

আহত অভিমান

আকাশকে বললাম, শরতের সাদা মেঘ আমার পছন্দ,
ওকে ধরে রাখো সারা বছর।
রোদ বৃষ্টি কাদা জলে শরতের মেঘ পালাল অবহেলায়।
আকাশ কথা শোনেনি।

প্রজাপতিকে ফুল বলল, তুমি এত ভালোবাস আমায়!
সারা জীবন বাসবে তো ভালো?
প্রজাপতি বলল, কোথাও যাব না তোমায় ছেড়ে।
ফুল শুকিয়ে গেল।
প্রজাপতি শেষ বেলায় আর আসেনি।

গলা জড়িয়ে পিসিকে বিনু বলেছিল, তুমি রোজ রাতেই গল্প বলবে!
পিসি বলেছিল, দুষ্টু আমার, সারা জীবন গল্প শোনাব।
পিসির বিয়েতে বিনু কত কাঁদল, পিসির শ্বশুর বাড়ি যাবে।
বিনু একবার গিয়েছিল—আর যাবে না কোনোদিন।
সারারাত বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল—
পিসি বিনুকে শুতে নেয়নি।

হারমোনিয়াম

পাত্রী চাই—বিজ্ঞাপন অনেক অনেক।
ভালো মেয়ে চাই। কত খোঁজাখুঁজি।
মঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত গাইল সেদিন
ওপাড়ার লতিকা।
রথীনের পছন্দ তাকেই।
বলেছিল—লতিকা, তোমার গান শুনেই মুগ্ধ আমি।
বিয়ের পর লতিকা এল শ্বশুর বাড়ি।
নিয়ে এল শখের হারমোনিয়াম।
গান আর হয়ে ওঠেনি।
আজ শখের হারমোনিয়ামটা ঝেড়ে নিয়ে ইচ্ছে হল—
গলা ছেড়ে গাইছিল ও
মনের মানুষের রবীন্দ্র সংগীত।
ঘরে ফিরল রথীন অফিস থেকে—
রাতে বলেছিল, আমাদের বাড়িতে কোনো বউ গান করে না।
হারমোনিয়ামে জমছে শুধু ধুলো।

ফিরে আসা

দিন যেতে যেতে বলে গেল, এই শেষ নয়
আবার আসব কাল অন্য প্রভাতে অন্য নামে।
পাহাড়ি খরস্রোতা এগোতে এগোতে বলেছিল
মেঘ হয়ে পাহাড় চূড়োয় আসব,
আবার ফিরব নদী হয়ে হয়তো সে অন্য নদী।
চোখের জল গড়িয়ে পড়ল পায়ের পাতায়
বলে গেল, আবারও জন্ম নেব চোখেরই গর্ভে
অন্য কোনো আনন্দে।
বট বৃক্ষ ক্লান্ত পথিককে বলল, একটু বস—শ্রান্ত তুমি।
ক্ষণিক জিরিয়ে পথিক বলল, চললাম—আবার আসব
যদি দেখ অন্য কেউ, জেনো সে পথিক তবে।

অমিত সুনীতাকে বলে গেল, এই ফাল্গুনে বিয়ে।
সাত বছরের গভীরতা—অপেক্ষা শুধু ফাল্গুনের।
সীমান্তে সংঘর্ষ চলছে ক'দিন
দুঃসংবাদ এসেছে সুনীতার কানেও।
যাওয়ার আগে অমিত বলেছিল—
সুনীতা, আসব এ বসন্তে ...।

পুরুষ

নীলাম্বরী শাড়ি পরে যখন তুমি বলবে, আমি আকাশ।
আমি চেয়েই রব অপলক দিগন্তের রেখায়।
লাল টিপ পরে যখন তুমি বলবে আমি আগুন
হাত পোড়াব তোমার গায়ে হাত মেখে।
স্নান সেরে বলবে, তাকিয়ো না,
আমি সিক্ত বসনা।
কবিতায় লিখব—আমি উদ্‌ভ্রান্ত নই গো,
শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল দেখব তোমার গায়ের।
যদি তুমি কামাতুর প্রাণে ক্ষুধার্ত হও
আগ্নেয়গিরির উষ্ণ লাভাস্রোত হয়ে সর্বগ্রাসী হব।
অমানিশার ইশারা দাও যদি তুমি কট্টর অন্ধকারে
কালবৈশাখীর ঝড় তুলে ভণ্ডুল করব তোমার নষ্টামি।
নরক পথে যদি কভু টানো হাত ধরে
তোমার অশৌচ আমন্ত্রণ মুচড়ে দেব আমি,
প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকব—দ্বিখণ্ডিত কর ধরণী।
অনুচ্চারিত শব্দে যদি গভীর থেকে ডাক—
এসো, ধারণ করব তোমায়,
আমারই গর্ভে এ পৃথিবী।
তবে ক্রীতদাস হব আমি দ্বিধাহীন।
আবিষ্ট হব বহু যুগের অভ্যস্ত সৃষ্টি আনন্দে,
পৃথিবীর ক্রমান্বয় ক্ষয় রোধে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা কি এক আকাশ ভরা লাল গোলাপ
উত্তাল সাগরে চিকন বুদবুদের হতাশা
নাকি বিরহ বিষাদ ম্যানিয়া অহর্নিশ
হৃদয়হীন আঠেরো কলায় শুধু লিপস্টিকের রং বদল
বিল পেমেন্টে বেকারের মৃদু হৃৎকম্প
নিস্পৃহ বাক্যালাপে অস্বাভাবিক অস্থিরতা
নিত্যরজনী সঙ্গী বদলের স্ট্যাটাস সিম্বল
সান্নিধ্যের আতিশয্যে বিস্বাদ
উষ্ণতার অন্বেষণে সান্ধ্য আঁধারে নিরাপদ নিরিবিলি
যুগল কুন্দনে—অবিন্যস্ত পার্কের কচি ঘাসফুল
অসতর্ক বর্ষণে গভীরে অঙ্কুরোদ্গমের আতঙ্ক
পরকীয়ায় ঝরনাপাতের মতো অবৈধ অজুহাত
জনন রোধকের অবৈধ লুটোপুটি রিসর্টের সাদা চাদরে
বুভুক্ষু বৃন্দাবন গোপীদের নির্জনে কামনা পীড়িত আর্তনাদ
নাকি হৃদয়তন্ত্রীতে হারানোর সুর অবিরত
ভালোবাসার প্রশ্নে শুধু কবিকেই বিব্রত করা?

এক গৃহবধূর চিঠি

আমি বন্দিনী
তবু দিলেম তোমায় ছবিখানি
রেখো তোমার অন্তরে অন্দরে
না হয় তোমার অচীন কোনো প্রান্তরে
যেথা নেই শুধুই শরীর শরীর খেলা।

আমি বন্দিনী
তবু দিলেম তোমায় হৃদয়খানি
রেখো তোমার চোখের গভীর তারায়
না হয় কোনো মনের মণিকোঠায়
যেথায় নেইকো কোনো মন হারানোর জ্বালা।
নিত্য রাতে ঘাম ঝরানোর খেলা—নিত্য অবহেলা।

আমি বন্দিনী
তবু দিলেম আমার তৃষ্ণার সরোবর
রেখো তোমার বুক পকেটে গোপন কবিতার
মেটাব তৃষ্ণা উষ্ণ প্রশ্বাস উষ্ণ ভালোবাসায়
যেথা নেই—নিরানন্দ ব্যর্থ পুষ্পশয্যায়
উপেক্ষিত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত লজ্জায়।
আমি রাজনন্দিনী—তোমার মনের রাজপ্রাসাদে।

সূর্যসংকল্প

অশ্বারোহীর পথরোধ কোরো না
যেতে দাও যত দূর সে চায়।
অশ্বের খুরে যত আগুন আছে
ঝরতে দাও অশান্ত পৃথিবীর বুকে।
আরোহীর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হোক
প্রান্তর ছাড়িয়ে ঘন অন্ধকারে
কালিমার কর্দমাক্ত পাহাড় যেখানে।

মস্তিষ্কে ঠুলি পরে দাঁড়িয়ে সারি সারি
নিশ্চুপ নিথর যোদ্ধার দল, বিলাসী বোদ্ধার দল।
অশ্বারোহীর চাবুক ঠিকরে আলো ফুটবে
জেগে উঠবে সেই আলোর অহংকারে
মরা নদীতে জোয়ার—ভাঙবে পাড়, ভাঙুক সব।
স্ফুলিঙ্গ থেকে জ্বলে উঠুক ওরা
সহ্য সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ কোটি।

দুরাচারের ঘাপটি মারা তাঁবুগুলো গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে
মশাল থেকে মশালে
ছয়লাপ হোক
দেশ থেকে দেশান্তর
শ্বেত কপোতের সন্ধানে।

তুমি

তুমি জন্ম নাও প্রতি ক্ষণে
প্রতি মনে, প্রতি দেশে—
কাল ছাড়িয়ে কালান্তরে।
হরিণী না হয় প্রজাপতি, রাধা না হয় লজ্জাবতী
প্রয়োজনে এসেছিলে তুমি
আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায়।

তুমি না এলে—
আবর্তিত হত না পৃথিবী
সূর্য হত না তেজস্বী
খরস্রোতা হত না নদী
সঞ্চালিত হত না শক্তি।

তুমি এসেছিলে তাই এসেছে—
কৃষ্ণের বাঁশিতে সুর
লজ্জাবতীর নুইয়ে পড়া পাতায় শিহরণ
সবই তোমার রহস্যের সন্ধানে সৃষ্ট।
তুমি তাই এত কাছে থেকেও
এতটাই আমাদের কাছের।

একাকীত্বের আহ্বান

বয়স আর চিন্তা
ধীরে ধীরে গ্রাস করছে অক্টোপাসের মতো
জীবনী শক্তি লুপ্ত হতে হতে কিনারায়
গন্তব্য অবসাদের শেষ দিগন্ত রেখায়।
বিষাদ খুঁজে ফেরে অন্তিম আস্তানা
মর্গের শব ব্যবচ্ছেদ
আর মহা শ্মশানের অগ্নি পরীক্ষার পর
অনন্তে সেই এক-কুঠুরি আবাসন,
—সকল অনুভূতি অকার্যকর যেখানে।

গ্লানির অহরহ দংশন—পাল্লা ভারী ব্যর্থতা।
অহমিকার আস্তরণ ভেদ করছে অহর্নিশ।
নিরুত্তর নির্বাক নির্লজ্জ অবয়ব
বিবেকের দরজায় ভাষাহীন আনত মস্তক
বিপর্যস্ত নির্মম তাড়নায়।

মুখ ফিরিয়ে নেবে
এ বড়ো পৃথিবীর শত কোটি মানুষ
লতা গুল্ম ফুল বসন্ত প্রকৃতি—সব?
চূর্ণ বিচূর্ণ অহংকার পথের ধুলায় ধূসর।

শোনা যায় অসীমে
একাকীত্বের আহ্বান।

কল্যাণী

চোখে চোখ রেখে দুহাতে মুখটি তুলে
বলেছিল কল্যাণী—
তোমার আদর্শ আমার প্রেম,
তোমার মূল্যবোধ আমার ভালোবাসার প্রাণবায়ু।
নাকে নাক ঘষে রবীন বলত, তুমি আমার উৎস।
চিবুকে তখন ঘামের শিশির বিন্দু, হৃদয় ছুঁত আশ্বাসে
বুকের উপর আছড়ে পড়া আদর ভরা নিঃশ্বাসে
পার্কের ঘাসে চিনাবাদামের খোসা ছড়ানো সন্ধ্যায়।

ভালোবাসার উষ্ণ আদর ছড়িয়ে দিয়ে
কল্যাণী বলে গেল, আসছি আমি।
তোমায় ছাড়া বাঁচব না গো।
সেই যে গেল, আর এল না।
পথের দিকে চেয়ে চেয়ে ধূসর হল চোখ দুটো
মনের ডানায় জমল ধুলো রাশি রাশি
রবীন এখন ভবঘুরে, আর আসেনি কল্যাণী।
আসবেও না।
এসি ফ্ল্যাট গাড়ি বাড়ি ক্রেডিট কার্ড শপিং মল
নাইট ক্লাবের আমন্ত্রণ, হাত বাড়াতেই রঙিন গ্লাস।
হারিয়ে গেল রবীন দেবের কবিতা লেখার ইচ্ছেগুলো।
আর আসেনি কল্যাণী, আর আসে না স্বপ্নগুলো।

লং ড্রাইভ

চুল উড়ছিল নন্দিনীর
এক ফালি এক চিকন চাঁদের আকাশে
আলো আঁধারি রূপোলি রাস্তা পীচ ঢালা
গাড়ির খোলা জানালায় নন্দিনী কালো স্কার্ট লাল লিপস্টিক
ঝড়ের গতি তাপস আর নন্দিনী
ছুটে চলে আঁধার কেটে
স্পীডোমিটারে আশি ছুঁই
গাড়ি থামবে গঙ্গার ধার—জলের ঢেউ, মৃদু বাতাস।
ভেজা ঘাসে দুজনে পাশাপাশি
রাত ফড়িংয়ের সাথে।

আমি নন্দিনী
ঘর ছেড়েছি লং ড্রাইভে
তাপসের পাশে ওর গাড়িতে সাদা সেভ্রোলেট
চাঁদ জ্যোৎস্না মাখব আমি সারা গায়ে সারা রাত
শুনব আমি জোনাকিদের মনের ব্যথা গল্প কথা
তাপসের কাঁধে মাথা রেখে।
শুনব ওর কবিতাগুলো, গানের কলি গুনগুনিয়ে
শুনব আমি গঙ্গার ঢেউয়ে সুর মিলিয়ে।
দমবন্ধ ঘরের বাইরে এমনি কোনো স্বপ্ন রাতে।

ও ঘরেতে অপু আমার বুকের ধন।
এ ঘরেতে? আমি—নির্ঝর দুজন।
আমি আছি—যেমন থাকি নিদ্রাহীন—প্রতি রাতে।
আমার পাশে নির্ঝর, ওর পায়ের নীচে স্বর্গ আমার।
ওর নিশ্চিন্ত ঘুম প্রতি রাতে দেয়ালের দিকে মুখ গুঁজে
বাসর রাতে বলেছিলাম, কবিতা শুনবে, আমার লেখা?
আলিঙ্গনের প্রথম পর্বে বলেছিল,
কবিতা পড়া, গান শোনা, দুজনে এক সাথে—
ন্যাকামো এসব।

ফিরিয়ে দাও

সেই চায়ের কাপে তুমুল ঝড়
কি আলোড়ন—সেই বিতর্কে।
যুক্তিতর্ক ঝগড়া শেষে আবার ওরাই
শেষ চুমুক শেষ না হতেই গলাগলি।
বিষয় হত জীবনানন্দের বনলতা
নয়তো কাদম্বিনীর আত্মহত্যা।
তারপর—বিমল, একটা সিগারেট হবে?
আবার বন্ধু, আবার আড্ডা, ভালোবাসা
সিনেমার টিকিট—সঙ্গে লতিকা তিন বন্ধু।

এখন বিচার রঙে—ছোঁয়াছুঁয়ি ছুৎমার্গ
সংক্রমণটা বড্ড বেশি ছোঁয়াচে!
হারিয়ে গেছে শিষ্টাচার!
মনটা ভরা শুধুই গুমোট অন্ধকার।
রং মেলেনি? বন্ধু কিসের! তফাত যাও।
উবে গেছে হাসিগুলো নস্যির মতো
বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড হৃদয়হীন।
রাখো সে সব পুরোনো দিন।

নয় মাস

বিপিনবাবুর বড়ো ছেলে নবীনের বিয়ে
বিপিনবাবুর ইচ্ছে একটাই
বিয়েতে খামতি থাকবে না কোনো কিছুই।
ধুমধাম আলোর রোশনাই—বাজবে সানাই
তদারকিতে স্বয়ং তিনি।
অনেক সন্ধানে সুন্দরী কনে পরমা।

মা-লক্ষ্মী আমার —বিপিনবাবুর গর্ব
শাশুড়ি ননদ সবার মুখে একই কথা—
ঘর আলো করা নতুন বউ।
কদিন একটু ক্লান্তি যেন।
নার্সিং হোমে ভর্তি হল পরমা।
আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা
নার্স বলল, মেয়ে হয়েছে পরমার—।
মুখ ভার বিষাদ কালো মেঘ নামল সংসারে।
নীরবতা ঘরে বাইরে অন্তরে
দেবর স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি জা ননদ সবার মুখে এক রা—
নয় মাস কষ্ট করে শেষে একটা মেয়ে!

আকর্ষি

তোমার অবহেলায় সম্বিৎ ফিরে পেতে পেতে
তোমার উপেক্ষার আঘাতে দীর্ণ হতে হতে
আমার বোধোদয় ফিরিয়ে দেবে আমাকেই
আমারই কাছে।
ছিলাম বৈকল্যে, ছিলাম বিতর্কে ধূলিমাখা
বিলাস বিভ্রান্তির কালো মেঘে।
তোমার অনাদরের আঘাতেই
হবে আমার আগমন আমাতেই।

তোমার তোমাতে থাকার সৌন্দর্য
ফিরিয়ে দেবে আমার আমিত্ব।
তোমার নিজস্বীই পৌঁছে দেবে
আমার অস্তিত্ব আমারই একান্তে।

ব্যাকুল আগ্রহের আকুলতায়
আবার গীত হবে দ্বৈত মূর্ছনায়
তুমি আছ—আমি আছি
তোমাতে আমাতে
অবশ্যম্ভাবী অনতিদূর একদিনে।

উপেক্ষা

সারা সকাল সারা বাড়ি নিশ্চুপ!
বেড টি দিলে না
প্রভাত শুভেচ্ছা জুটল না।
সূর্যকিরণ আজ মেঘের শার্সিতে থমকে
ঘরে বাইরে মেঘ—আকাশে—ঘরের চার দেয়ালেও।

কাক ভোরে ফুলওয়ালি কালুর বউ
ফুলের ঝুড়ি চাঁপাডালি হরেক মানুষ।
ভোরের ট্রেনে সবজি পেটি
রানি কুন্তি মাল কামরায় ঠাসাঠাসি
কোমর বেঁধে পান মুখে হাসাহাসি।
সারা সকাল তুমি চুপ, শুধু চুপ।

সাত সকালে রিক্সা নিয়ে
কলোনি মোড়ে ইতিউতি হরেন কানাই
ফুঁকছে বিড়ি চায়ের খুরি প্রায় শেষ।
সারা সকাল বেড টিও তো দিলে না।

পেপার ওয়ালা ছেলেটা
সূর্য ওঠার কত আগে
ভোরের কাগজ পৌঁছে দিল ঘরে ঘরে।
বাড়ি ফিরবে
টিউশন আছে, ছাত্রগুলো বসে আছে।

না প্রভাত শুভেচ্ছা, না বেড টি
না, কোনোটাই
আজ আকাশ ঘন মেঘলা।

অনাবশ্যক

চা দেব?
দাও, এতে শোনার আছে কি?
ভালো আছ? আছি তবে—
আগের কালই ভালো ছিল।
এ তো সবাই বলে, নতুন কিছু চাই।
সব কিছু দুনম্বরি।
কে না জানে? নতুন কি?

ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না।
ফালতু, বড্ড বক তুমি।
ঘুষ দেওয়াটাও শিখতে হয়, টেকনিক আছে।
ঠিক বলেছ, খামটা যাবে ধীর লয়ে
টেবিল তলায় ঠিক নিশানা অব্যর্থ।
তা হলেই কেল্লাফতে।

পরকীয়ার সময় নষ্ট।
কে বলল মান নষ্ট।
এমন ভালো টাইম পাস। ওপেন সিক্রেট।
নানা খেয়ালের এক খেয়াল বড়ো মানুষের
আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ আরও কত
মর্ত্যলোকের অমর্ত্যরা
মহাত্মাদের সহচরী যুগে যুগে।
এ এমন কী! পৃথিবীর কি এল গেল?

দুঃসময়ের গান

গান আসে না কণ্ঠে আর
সুর আসে না মনে
ছন্দ হারায় কবিতার
চোখে অভাব তৃষ্ণার
পোড়া গন্ধে চারিধার
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ কালো
সভ্যতা যে মুখ লুকায়।

হতাশ আমি কি গান গাই
কি গান শুনি কোথায় পাই
ওদের বাঁশি হারিয়ে গেল।
ভস্মগুলো
লুঠেরাদের পায়ের তলায়
দাঙ্গাবাজের হুঙ্কারে।

চুপিচুপি ফিশফিশিয়ে
বলছে ওরা কি সব যেন!
কি সব যেন!
রুখতে হবেই নখর দন্তের আক্রমণ
আবার যদি ছোবল দেয়
আবার যদি ছিনিয়ে নেয়
বাঁশিওয়ালার বাঁশিগুলো
চেনা সুরের ছন্দগুলো
রুখতে হবেই, রুখতে হবে একসাথে।

আকুতি

আঁধার হলেই রাতে তারার দেখা মেলে
দিনের আকাশেও আছে ওরা।
তাইতো রাতের জন্য এত চেয়ে থাকা—

মেঘ আসলে তবেই তো বৃষ্টিতে ভেজা
সব মেঘই রয়েছে সাগরের জলে।
তাইতো সাগরের দিকে হিমালয়ের অপলক চেয়ে থাকা।

সন্ধ্যা হলে তবেই তো রুনু খোঁপায় গুঁজবে ফুল।
ফাল্গুন এলে তাই এত ভালো ফুল ফোটা।
বসন্তের আশায় তাইতো বাতাসের বসে থাকা।

কিশোর ছেলে অপু ভাবে বড়ো হচ্ছি না কেন?
বড়ো হলে কত্ত মজা—
সুমিতদার বাইকে রোজ ছোড়দির ঘোরা।
কৈশোরের একটাই আকুতি—বয়স বাড়বে কবে?

দাম্পত্য

নিত্যদিন নিত্য কলহ সংসারে।
অশান্তি যেন চাইই রঞ্জনের।
অপুর শার্ট নোংরা কেন?
কাকলি বলল, কোথায় নোংরা? ব্যাস শুরু হল।
অফিস ফেরত রঞ্জনের কলারে দাগ কেন!
রঞ্জন বলে—জানি না, ঠাসাঠাসি ভিড় বাসে!
লিপস্টিক বাসে এল কি করে?
কাকলি তেড়ে বলে, চুপ। আসল ঘটনা কি?
ফিরতে দেরি হলেই কৈফিয়ত, কোথায় ছিলে?
আজ রেস্টুরেন্টে খাব—কাকলির বায়না।
মেনু নিয়ে হল একপ্রস্থ।
এর ওটা অপছন্দ, ওর এটা পছন্দ।
প্রতিদিন কলহের দম্পতি!

কাকলির বিষম জ্বর—রঞ্জন আজ অফিস গেল না,
ডাক্তার ডাকল, ঔষুধ পথ্য—রাতভর শিয়রে জাগা রঞ্জন।
সারা রাত রাতজাগা পাখি গান করেছিল আনন্দে।
কাকলির চোখে জল—রঞ্জনের একরাশ চিন্তা।

ওবাড়িতে রাধারানী আর বিলাসবাবু।
টু শব্দ নেই সংসারে। আমরা বাপু নির্ঝঞ্ঝাট।
শান্ত বাড়ি। দুজন দু ঘরে প্রতি রাতে।
বাড়ি ফিরতে দেরি হলেও নিরুত্তাপ।
ভাইয়ের বাড়িতে তিন দিন বলে একমাস হয় রাধারানীর।
বিলাসবাবুর অফিস ট্যুরে দুদিনের জায়গায় সাত দিনও।
বিলাসবাবু বাইরে গিয়ে অফিস কাজে ফিরছেন না,
রাধারানী দেবুদাকে বলল, চল দিঘা ঘুরে আসি।
তোমার দাদার আসতে দেরি হবে।
কলহ নেই ওবাড়িতে একফোঁটাও।

জীবন দর্শন

সাগর তটে দাঁড়িয়ে অসীমে রেখেছি দৃষ্টি
দিগন্তে সাগর মিলেছে আকাশের অন্তরঙ্গে
আকর্ষণে আকুল অনন্তকালের।
এক স্রোতস্বিনী আর অন্যে শান্ত মৌনি।
আছড়ে পড়ছে স্রোতের জল আমার দুপায়ে
উপরে তাকালাম—বহুদূরে নীলাকাশ
চিরকালের রহস্যে।
নীচে চিরবিরহী সাগরে ঢেউ আছড়ে পড়ে
বারে বারে—পাড় ছুঁয়ে কান্না ভাঙে
আকাশের বিরহে।
আছে কি নাবিক দুঃসাহসী কোনো দিগন্তের ঠিকানায়?
দেখেছে সাগর সঙ্গম আকাশে?
নাবিক পাইনি, সাগর পাইনি, আকাশ পাইনি কোনো
নিস্ফল চেয়ে থাকা অনন্তে শুধুই ওদের।
মরীচিকার মতো ভ্রান্ত দর্শন—প্রলুব্ধ করে যাওয়া।
তুমি আমি সকলেই এ জগতে
অপেক্ষার চোরাবালিতে।
না ঈশ্বর না স্বর্গ না শান্তি। না পরিতৃপ্ত ভালোবাসা।
অনাদিকাল অপূর্ণতাই জীবন—
প্রতিনিয়তের অতৃপ্তিই চালিকাশক্তি জীবনের
সাগরেরও স্রোত অবিরাম অনন্ত।

চেতনা

অস্তিত্ব আজ সন্তর্পণ পদক্ষেপে
সংকটে গভীর।
সুগন্ধীতে কারুকাজ
অবিশ্বাস দানা বেঁধেছে
বিকৃতির যানজটে।

গরিমা হারিয়েছে অস্তিত্ব
বাহ্যিক আবরণের চাকচিক্যে
অলংকার নির্ভর অহংকারে।
ব্যতিব্যস্ত
অতি যত্নে শুধুই পরিচর্যা
নিজেকে অন্তঃসার শূন্য করে।

ক্রমেই নিস্পন্দ হয়েছে অনাদরে
আমার আমি, সকলেরই আমি।
হারিয়ে ফেললাম আমাকে।
সকল আমাকেই প্রতিদিনের নিস্পৃহতায়।
এখনও ফিরে আসা যায় আবার অস্তিত্বে
স্বমহিমায়।
চাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঘুরে দাঁড়ানো আর এখনি।

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যা নামে—শত প্রদীপ হয়ে জ্বলে জোনাকিরা
ঝিঁঝিপোকা ডাকে সমবেত নৈশ সংগীতে।
বেলী চাঁপা শিউলির দল এই সন্ধ্যায়
রানুর খোঁপায় ওরা ফুল বাগান
চুলের গন্ধ নেবে রানুর, সুজন বসে গঙ্গার ঘাটে।
ঘরে ফেরে অচিন পাখি ক্লান্ত ডানায়
অপেক্ষাতে ছোট্ট দুটি ছানা
মায়ের মুখের দানা ওদের ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁটে।

বিপন্ন আঁধার প্রতি সন্ধ্যায়
পথ চেয়ে নীরা দিদি শঙ্কা নিয়ে বুকে
টিউশন পড়ে ফিরবে মেয়ে মিনু
একলা আসে একলা যায়
ঘাপটি মেরে শৃগালেরা এদিক ওদিক
মাঠের দিকটা আঁধারেতে ফাঁকা।

বিবাহ বার্ষিকীর সন্ধ্যায় আজ অভিমানী রমা
বিমলেন্দু ফিরবে হয়তো রজনীগন্ধা হাতে!
গেল বছর বলেছিল টলতে টলতে, সরি, রমা সরি।
ঘুমে চোখ বুজে আসে, তবু জেগে থাকে রমা।
কলিং বেলটা বেজে উঠল
বিমলেন্দু হয়তো এল।

বৃত্তান্ত

প্রদীপের আলোয় ঘরের কোণে একটু একটু আলো
বুক ভরা তৃপ্তিতে প্রদীপের গর্ব—
আছি আমি, থাকব এ ঘরের আলো নিয়ে, আলো দিয়ে
একই সুরে মেখলাও বলেছিল, তোমায় পেয়েছি
আছি আমি, থাকব আমি তোমায় নিয়েই এ জীবন।

মঞ্চে মেখলা গান করল সেকি উল্লাস সকলের
এস এম এস-এর বন্যা—শুভেচ্ছার ঢল গান শেষে।
এল না সজীব এদিনও মেখলার গানের ফাংশানে
মেখলার চোখে জল চিকচিক
সারা রাত এপাশ ওপাশ—অস্থির ছিল মনটা।

এসেছিল সে—একবারই—সেই সেবার—
মেখলার গানে সজীব।
গান শেষে ফুলের তোড়া ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আলোর ঝলক।
গ্রীন রুমে হুমড়ি খেয়ে হুড়োহুড়ি—
মেখলাকে নিয়ে—হ্যাংলামি।
হারিয়ে ছিল একলা কোণে ম্রিয়মান
অনেকক্ষণ—সজীব একা সবার ভিড়ে—বিক্ষত হতে হতে।
চুপিসারে বেরিয়ে এল অজান্তে
মেখলা তখন অতিব্যস্ত।
বাতাস ক্রমেই গম্ভীর দুজনের
চারিধারে এত ভিড়
সজীব শুধুই একলা আরও একলা
মেখলা রাতে ক্লান্ত।

সংক্রমণ

শিশুর হাতেও পৌঁছে গেল স্মার্টফোন
এয়ারফোন কানে কানে
আবদারে সব পাওয়ার যুগে ফ্যাশানদূরস্ত মা বাবা
সব দাও, সব। ছোট্ট খোকা চাইছে যে!
সর্বনাশা দুর্বিপাকে দুঃসময়ের কুনাট্য।

নাইট ক্লাবে হুড়োহুড়ি
ওদের বয়স উনিশ কুড়ি হয়তো বা
উদ্দাম ওরা মধ্য রাতে
ব্যান্ড ও ব্র্যান্ডের বোতলে উচ্ছৃঙ্খল হুল্লোড়ে
ছেলে মেয়ে পথভ্রষ্ট অন্ধকারে নষ্ট
বাবা মা সব চোখ বন্ধ নয়তো নেশায় বুঁদ।

কিশোর হাতে তরবারি।
ধর্ম রক্ষার দায়িত্বে
সন্ত্রাসে আর আক্রোশে আগুন পোড়া গন্ধে
দুশমনির বীজ বোনা হল, ছোট্ট মনেও রেয়াত নেই
ভয়ংকর—ভবিষ্যতের উপহার।

সামগ্রী

ফুলের এত মধু
ভ্রমর বলে মধু নিয়ে
তোমায় দিয়েছি সুগন্ধ।
না হলে তুমি হতে পূতিগন্ধ।
থাকত কোথা তোমার রূপ মাধুরী!
দয়াদাক্ষিণ্যে করুণায় প্রতিক্ষণ!

কালীবাবু ঘরে আনছেন পুত্রবধূ নিশিকান্ত তনয়া
অপ্সরা যেন শুক্লা চতুর্দশী লক্ষ্মী মেয়ে রত্নাবলী
বহু গুণে গুণান্বিতা
খাট পালঙ্ক-রত্নাবলী-ছেলের বউ
শাড়ি ব্লাউজ সোনা দানা হাতের বালা
ঘর্মাক্ত কালীবাবু গাড়ি ভর্তি মালামাল।

চোখের জলে ভারাক্রান্ত নিশিকান্ত
বুক ফুলিয়ে কোঁচা দুলিয়ে যাবার বেলায়
বলে ওঠেন কালীকান্ত,
—ভায়া,
এ যাত্রা মেয়েটা তোমার করে দিলাম পার।

অভিমান পরম্পরা

যৌবনকে জীবন বলল—
তোমার আহ্বানে —আত্মবলিদান
তুমি রুষ্ট হলে স্তব্ধ হ্যামলিনের বংশীবাদন
তোমার আগুনে নিষ্ঠাবানের নষ্ট কাহিনি
তোমার টানে কালবৈশাখী ঝড়।

চাঁদকে থামিয়ে সূর্য বলল—
সবাই বলে চাঁদের এত রূপ এত মাধুরী
তোমায় নিয়ে কথার ফুলঝুরি
তোমার আলোয় যুগলবন্দির স্বপ্ন মালা গাঁথা।
কত ঢং কত আদিখ্যেতা!
এসব তুমি পেলে কোথা?
ঢেড়া পিটিয়ে বলব চারিদিকে?
ধার করা এক চক্কর খাওয়া হদ্দ বেকার প্রেমিক।

এক মুঠো আবির হাতে বলল এসে বসন্ত—
তোর কিসের এত রং বাহার
তোর কিসের অহংকার!
সবার গালে সবার গায়ে মাখামাখি
এত হুল্লোড় দাপাদাপি?
চারিদিকে বৃন্দাবন শত গোপী রাধা।
বসন্ত না এলে তুমি থাকতে গিয়ে কোথা?

প্রেম বলছে পূজাকে—
আমি না থাকলে কোথায় তুমি?
ঢেউ আছে তাই তো সাগর
পেখম নাচে তাইতো ময়ূর।
প্রেম না থাকলে পূজা সে তো মাটির পুতুল
পূজা যখন অভিমানী প্রেম তো তখন শুধুই খেয়াল।

অভিযোগ

ঝরঝর নেমেছে বর্ষা চারিদিক আঁধার
আকাশ গম্ভীর
অঝোর ধারা গর্ভিণী মেঘের দানে
পৃথিবী সিঞ্চিত ঘন বর্ষায়
উৎসবে পুলকিত
আকাশ তৃপ্ত—ব্যস্ত সে মেঘেদের যত্নে
মেঘেরা তৃপ্ত—তার জলে সিক্ত ধরণী
ধরণী ব্যস্ত সন্তানকুলের তৃষ্ণা নিবারণে
মেঘের করুণায়।
আজ বর্ষা নেমেছে বনে বনে মনে মনে।
ছন্দ উঠেছে ময়ূরের পেখমে
ময়ূরী অভিমানী দূরে দূরে
ব্যাকুল ময়ূর কৃষ্ণ কালো মেঘের গর্জনে
ময়ূর নেচে চলেছে ময়ূরীর চারিধারে
স্পর্শ করে না ময়ূরীর ভালোবাসা, সম্মতির অপেক্ষায়।
সম্মতি দাও ময়ূরী,
তোমার সান্নিধ্যে ধন্য করি এ বর্ষা পূজা।

যখন বর্ষার আনন্দে আকাশ মেঘ
কঙ্কণার সম্ভ্রম লুণ্ঠন হল দুর্বৃত্তের ছোবলে
যন্ত্রণায় কাতর একাকিনী বালিকা
নিক্ষিপ্ত হল নির্জনে শেয়ালের আনাগোনায়।
নালিশ জানায় কঙ্কণা—
মানুষ শুনল না ওর আর্ত চিৎকার।

কানুন

অস্তগামী সূর্য যখন বিষাদ সন্ধ্যা বেলায়
সন্ধ্যা তখন সাজিয়ে ডালি জুঁই চামেলির
কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ যখন ব্যথায় ভরা আকাশে
জেগে শুকতারাটি কৃষ্ণপক্ষের আরাধনায়।
যখন তোমার কোট পকেটে লাল গোলাপের সন্ধি
গোলাপ জানে কোট পকেটে ঝুমার রুমাল শেষ বিকেলে বন্দি।
যখন বাদল দিনে কদম ফুলে বর্ষা ধারা
কদম ফুলের সাথি ওরা দোয়েল কোয়েল আসবে এই বৃষ্টিতে।

যখন নন্দিনী বলে, বন্দিনি আমি প্রতিদিন
আমার কাঁদতে মানা, গাইতে মানা
আকাশ পানেও চাইতে মানা মুখ তুলে।
বাপের বাড়ির কেউ আসতে মানা
যখন তখন
হোক না সে ভাইটি তোমার আদুরে
হোক না রথের মেলার আবদারে।

হাসতে হবে সবার সাথে
মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে
বাপ মা কিছুই শেখায়নি, ও মেয়ে?
এবাড়িতে এটাই নিয়ম।
সব নিয়মই মেয়েদের—এটাই নিয়ম আমাদের।

মেয়ে

আগমনী আনন্দে শিউলি শরৎ
সাদা কাশফুলের আহ্বানে
মণ্ডপে সাজোসাজো রব—দুর্গা আসছে।
পুজোর ক'দিন আরতি আনন্দ আড্ডা।
নতুন জামা নতুন শাড়ি ধূপের গন্ধ ম-ম।
খুশির ফোয়ারায় মাতোয়ারা চারিদিক।
নিরঞ্জন কুমোর তুলির শেষ টান দুর্গার চোখে
নিজের মেয়ে যেমন সাজায় অলংকারে
গয়না শাড়ি চোখে কাজল—আলতা সিঁদুর
দিন গড়িয়ে সন্ধে হলে পিদিম জ্বেলে রূপের টান
এক মনেতে সাজে মেয়ে, সাজায় নিরঞ্জন
মেয়ের চোখে চোখ রাখে—খুঁত নেইতো?

আজ পঞ্চমী, নিয়ে যাবে ওদের পাড়ায়
ঢাক বাজিয়ে কাঁশর ঘণ্টা হই হল্লায়
ঢাকের শব্দে বুক ফেটে যায় নিরঞ্জনের।
ও যে আমার মেয়ে, গড়েছি যতনে রক্ত ঘামে
জন্মদাতা আমি ওর
হোক সে তোদের দুর্গা ঠাকুর।
নিরঞ্জনের চোখের জলে
তুলে নিল উল্লাশে
চোখের জলে বুক ভাসে তার।
দুর্গা চলে যায়।
দূরের কাশবনে হুহু বাতাস—নিরঞ্জনের দীর্ঘশ্বাস
উঠোনের শিউলি তলায় রাত জেগে রয় নিরঞ্জন
শিউলি কুঁড়ি ফুটবে রাতে গভীর ভালোবাসায়।
ভোরের শিউলি ঝরে পড়ে টুপটাপ নিরঞ্জনের গায়।

অজানা

এ পৃথিবীর ক্রমাগত আবর্তন
কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, বিশ্রাম নেই
—একা এবং একাকীই পথ চলা
না কোনো অনুনয়ে, না কোনো বিনয়ে
—অবিচল অনড় প্রতিজ্ঞায়
শুধু পথ বেয়ে চলা অবিরাম।

আই সি ইউ-তে শেষ নিঃশ্বাসের আগে
পৃথিবীর কাছে মিনতি করেছিল চন্দ্রনাথ একটু অপেক্ষার
রিঙ্কুর হাতের স্পর্শে শেষ বিদায়—শেষ পূজা।
শঙ্খ চোয়াল—পৃথিবী থামেনি।

বিয়ের আসর থেকে পালাবে মিতু রবিনের হাত ধরে
রবিনের মেসেজ, আসছি মিতু, আসছি আমি।
মিতুর আকুতি শোনেনি পৃথিবী
ট্রেনে কাটা পড়ে চলে গেছে রবিন।
রবিনের রক্তে বারো নং রেলগেটে রক্তস্নান
চোখের জলে মিতুর সম্প্রদান
অজানা পুরুষের লোমশ শরীরে
সমর্পণ বাসর শয্যায়।

বিশ্বাস

বিশ্বাস করেছিলাম দুচোখ বন্ধ রেখে অন্ধের মতো—
বলেছিলে, ভোরের আলো আর আশা নিয়ে থাকব সারাদিন।
খুঁজে পেলাম না তোমায় সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণ আমি—
ত্রস্ত ডানায় ঘরে ফেরায় ব্যস্ত এক স্বার্থপর খঞ্জন পাখি তুমি।

বিশ্বাস করেছিলাম আকাশের সব বাতাস বুকে টেনে
বলেছিলে, নিষ্কলঙ্ক থাকব যত ঝঞ্ঝা এসে আঘাত করুক
আপসে মিইয়ে গেলে রক্তচক্ষুর সামনে তুমি নতমস্তক।

বিশ্বাস করেছিলাম শক্ত শিরদাঁড়ায় ইস্পাত কঠিন
বলেছিলে, শত প্রলোভন আদর্শকে দিশাহীন একদিনও করবে না।
সেই তো উচ্ছন্নে গেলেই পরিশেষে—মুখ লুকিয়ে গোপনে
প্রিয়তমা স্ত্রীর শেষকৃত্যের সায়াহ্নে—
দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের মতো কামুক শঠতায়।

বিশ্বাস করেছিলাম ত্যাগী সন্ন্যাসীর তপস্যার শক্তিতে।
বলেছিলে তুমি, যুক্তির গণ্ডি অতিক্রম করবে না কালো হাতছানিতে,
আবেগ মরীচিকায় ভ্রষ্ট হলে স্বজন স্বার্থের দুর্বলতায়।
বিশ্বাস করেছিলাম।

ভ্রান্তিবিলাস

সন্তুষ্টির পারদ আকাশ ছুঁয়েও প্রকৃতির মতো উদাসীন
বলতে পারে, দুচোখের লেন্সে শুধু তোমারই প্রতিচ্ছবি
চাঁদের বুক থেকে স্নিগ্ধ আলোটুকু প্রেম শুষে নিতে পারে
দুপুরের ভাত ঘুমেও সজাগ খরগোশের মতন প্রহরী
কালো বিড়ালের মতো নিকষ আঁধারেও সর্বভেদী সুতীব্র লেসার।

সংকটেও সংকল্পে অটল
হাতে হাত মেলবন্ধন প্রতিটি নিঃশ্বাসে
হঠকারী ভিলেন একপেশে কোণঠাসা
বিরহের মুহূর্তেও ক্ষয়িষ্ণু মোহনাতে জেগে থাকে বিনিদ্র বিশ্বাসে
আস্থার হিমালয়ে চিড় ধরলেও প্রতিজ্ঞারা মুষ্টিবদ্ধ ঊর্ধ্বাকাশে
ভ্রান্তিবিলাস সব কিছু শেষ করতে উদ্যত যখন
বিশ্বের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রজনীগন্ধার যত সুবাস
বিরহের মুহূর্তে বলে ওঠে, না যেয়ো না।

হাসনা হেনারা আবহ সংগীত গায়
তাজমহল ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে এনে শরীর ঢেকে দেয়
অভিমানী শুকশারি নীরবতা ভেঙে বিপন্ন প্রেমে সাহস যোগায়।
সকলের একটাই সুর, না যেয়ো না।
জানি, তুমি যাবেই চলে বিরহ সংগীতের সাথে।

কানু

কটা নিলি পুজোর শাড়ি?
চারটে মোটে—
বর দিয়েছে, মা, দাদা, শ্বশুরও।
—তুই?
তিনটে হল সিল্ক-সিফন-জামদানি।
যা ভিড়!
সাহা স্টোরের সেলস্ম্যানটা!
কি যেন নাম? কানু কান্ত।
এত্ত গাদা শাড়ি দেখায়, বিরক্তি নেই চোখে মুখে।
সকাল সন্ধে যখনই যাও মুখে লেপটে শুধুই হাসি।
আসুন বউদি, শাড়ি নেবেন?
পঞ্চমী হোক নবমী হোক সদাই খুশি।
বিরক্তি নেই—দুপুর হোক বা রাত এগারো।
সব গুছিয়ে মালিক ছাড়েন [illegible]রাত বারো।
কানুর জন্য একটা দিন—[illegible]জার ছুটি দশমী।

আজ দশমী কানুর ছুটি—ঠাকুর বিসর্জন।
পুজোর শাড়ি—সিঁদুর খেলা—উলুধ্বনি।
ক্লান্ত শরীর অবসন্ন। শুয়ে আছে কানু কান্ত।
—চল না গো ঠাকুর দেখতে—বউয়ের আবদার।
—গায়ে ব্যথা। সারা সপ্তাহ বেজায় ধকল।
হেসে হেসে শাড়ি বেচা
হাসি কি আর থাকে বউয়ের ভাগ্যে!
ঢাকের বাদ্যি বাজে বুকে—
সকল কানুর সকল বউয়ের—
আজ বিজয়া
এমনি করে দুর্গা আসে দুর্গা যায়।

অনুচ্চারিত অন্বেষণ

লেখা যায় না সব কথা মন চাইলেও
বেজায় ফারাক কবিতা আর সংসারে
ভাবনা আর ব্যস্ততায়।
লিখেছিলাম একটি পাতায় কবিতা একখানি
এক অভাগীর দুঃখ, ব্যথা।
ব্যর্থ প্রেমের কথা।

শুনালাম ওকে কবিতাখানি
আলো নেভানোর আগে।
চুপ করে রইল গম্ভীর কিছুক্ষণ,
তারপর বলল, এটি তোমার মধ্যেই থাক।
সব আবেগই আলো দেখে না।
কবিতাটি ভালো —ভক্তরা মজা পাবে
আর বরুণা পড়বে কষ্ট পাবে।
তোমরা পুরুষেরা—নারী মন আজও অধরা
বোঝো না তোমরা।
বরুণাদের জন্য শুধুই
করুণা বঞ্চনা আর সান্ত্বনা?
আর কতকাল মেয়েদের নিয়ে শুধুই কান্না
আর পুরুষদের জয়গাথা
দয়াদাক্ষিণ্যে নারী স্তুতির কবিতা!

কবিতাখানি লেখা থাকল খাতার পাতায়
বরুণার চোখের জলে ভেজা বন্ধ দুয়ারের আড়ালে।

ঝরা শিউলি

সেই সে বছর চৈত্র মেলা—মেলা শেষে ভাই বোন
হাতটি ধরে ছোটো ভাই ছোটোন—ঘরে ফিরছে বছর ষোলো তুলিকা।
আবছা আলো অন্ধকার—ছাতিম তলার পথে
গা ছমছম সন্ধ্যাবেলা—মাটির পুতুল বাঁশের বাঁশি হাতে
ছিটকে গেল এক ঝটকায় সবকিছু আর দিদি।
ভাইয়ের পেটে ছুরির টান, ফিনকি দিয়ে রক্ত
দিদির হাত দুমড়ে দিল—সভ্যতার হাত মুচড়ে গেল
পাষণ্ডদের উল্লাসে আর লালসায়
দিদির মর্মভেদী যন্ত্রণায়।

কয়না কথা কোনো বাড়ির কেউ
অলক্ষুনে তুলিকা তুই অপয়া
মুখ ফিরিয়ে পাত্ররা সব—ধর্ষিতা যে বালিকা।

বলতে পার কোন দোষেতে দুষ্ট আমি?
সেই সন্ধ্যার পাষণ্ডরা
মঞ্চ কিংবা মজলিশে—নন্দিত সব ধোপ দূরস্ত পোশাকে।
আর আমি তুলি নষ্টা।

ভাই ছোটোন পারছি না আর
আমি নারী ধর্ষিতা।
ওই ওপারেতে তোরই পাশে একটু দিবি ঠাঁই?

সূর্যসংবাদ

জ্বলজ্বলে সূর্যকে দেখেছিলাম মিশরের পিরামিডের উপর
যেন প্রহরী অতন্দ্র নির্জন মরুভূমিতে মমিদের পাহারায়।
শ্রীলঙ্কাতে অরণ্যের মাঝে সূর্যকে পেলাম
ব্যস্ত বন্ধু পৃথিবীর অকৃত্রিম।
মালয়েশিয়ার পেট্রোনেস টাওয়ারে দাঁড়িয়ে তাকালাম
হাসতে দেখলাম সূর্যকে আলো ঝরা হাসিতে মুক্তো।
সিঙ্গাপুরে ফ্লায়ারে চড়ে ইন্দোনেশিয়ায় চোখ রাখতেই
এসি ক্যাপসুলের কাচ ভেদ করে উঁকি দিতে দিতে
সূর্য বলেছিল, আমি আছি তোমার সাথেই।
বোকা বনে গেলাম—একমাত্র সাথি সূর্যই।
থাইল্যান্ডের মায়াবী দ্বীপে সমুদ্রে নেমে খেলছিলাম—
জলের সাথে—কাছে দূরে দৃষ্টিনন্দন স্বল্প বসনারা
জলের ঢেউয়ের চিকচিক প্রতিফলনে সূর্য,
জল ও নারীর ঢেউয়ে আমি আছি, একটু দেখ আমায়
আমার ঢেউ আমারই রং ওদের গায়ে।
হংকং-এর ডিজনিল্যান্ডে হারিয়ে গেলাম
শিশু যেন আমি এক—খিলখিল শব্দে সূর্যও নাচলো
রাইডারের তালে বিদেশি মিউজিকে।
ম্যাকাউয়ে ক্যাসিনোতে রাত কাটিয়ে ক্লান্ত যখন
ভেনিশিয়ান হোটেল লবিতে সূর্যের অভ্যর্থনায় ফের সজীবতা
পাঁচতারার দুষ্টু মেয়েদের উষ্ণ পরশ যেমন।
চীনের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে উপভোগে ব্যস্ত আমি
হাজার বছরের প্রাচীন পাথরের ইতিহাসে।
সেখানেও সূর্য বলে ওঠে
আমিও হাজার হাজার বছর ধরে আছি—থাকব।
বাড়ির ছাদে সকাল সন্ধ্যার সূর্যকে শুধালাম
বোবা কেন, কিছু তো বল। সূর্য গম্ভীর—
যে সন্ধানে তুমি যেখানেই যাবে
মনেরেখো আমায় পাবে।

দ্বন্দ্ব অন্তর

মেয়েটি স্মার্ট বটে। স্মার্ট শন্তু-কস্তুরী দুজনেই।
ক্ষণিক অদেখায় মোবাইল ত্রস্ত ব্যতিব্যস্ত।
শন্তু বলে, জিনস্ আর টপে তুমি দারুণ—চক্কাস।
গো গো সান গ্লাসে গ্লামারস তুমি কস্তুরী ফাটাফাটি।
বয় কাট—বব কাটে ড্যাম কেয়ার কল্লোলিনী তুমি।
ঠাস ঠাস ইংরেজি লিপস্টিক ঠোঁটে—লা জবাব।
বন্ধুদের মাঝে মুখ ছোটে যেন তারাবাজি তুবড়ি।
উদ্ধত অবিন্যস্ত কস্তুরীই তো ফেবারিট।
কলেজে-ক্লাবে মুহূর্ত চুপ না থাকা অনর্গল দস্তুর।
এসব ছাড়া বেমানান একেবারেই কস্তুরী।
হিংসেয় বন্ধুরা বলে, বাগিয়েছিস বটে একখানা।
রেগে যায় শন্তু, বাগিয়েছিস মানে?
দুদিন বাদে বিয়ে করছি ওকে।

শুয়ে আছে ওর ঘরে শন্তু একা—বেশ রাত
ওর বউ হবে শাড়িতে সিঁদুরে সিঁথি লাল
কপাল রাঙা লাল টিপ কোমরে বিছানো চুল
আনত অবনত সংসারে ঘরে—যেন লক্ষ্মী সাক্ষাৎ
শন্তুর মস্তিষ্কে অদ্ভুত এক আগন্তুক—দ্বন্দ্ব কস্তুরী।

বন্ধু

বন্ধু সে জন মনের আঙিনায় অহরহ
বন্ধু সে জন যে জন তোমার পাশে নির্মোহ
নাইবা পেলে বন্ধুটিকে সুখের দিনে রং বাহারি গালিচায়
সটান হাজির উল্কা বেগে তোমার দুঃখে দেখবে তায়
চোখের সামনে হাত দুটো
সহানুভূতির।
ভিড়ের মাঝে নেই গো সে জন তোমার কোনো আনন্দে
তখন সে যে অনেক দূরে নির্জনে।
অনেক কোকিল এ বসন্তে তোমায় ঘিরে তোমার পাশে
কুহু গেয়ে মশগুল এরা তোমায় ঠেসে তোমায় ঘেঁষে।
তোষামোদে।

বন্ধু সে জন যে জন কাঁদে তোমার ব্যথায়
অনাড়ম্বর নীরব ভাষায়
অশ্রু সবই লুকিয়ে রাখে চোখের অতল গহীনে।

সে বার নিতু ভর্তি হল হাসপাতাল
সে বার নিতুর অপারেশন, রক্ত চাই।
নিতুমণি জীবন পেল সে যাত্রা।
জীবন দিল কে সে জন? রক্ত দাতা?
রক্তদাতার নামটি লেখা ভুল ঠিকানা অন্য নাম
নিজের নামটি গোপন রেখে রক্তদানের বন্ধুটি
রক্ত দিয়েই পালিয়ে গেল সবার মাঝে অলক্ষে।
আজও নিতু খুঁজে ফেরে, সন্ধানী মন অপেক্ষায়—
বাঁচাল প্রাণ রক্ত দানে—জীবন দান।
বন্ধু আমার কে সে জন?

প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধানে

প্রাচুর্যে ভরা আলোর সৌন্দর্য।
আছে আঁধারেরও—অনুভবে।
পরিপূরক একে অপরের ।
কান্না কি শুধুই কষ্টের?
নাকি কান্না দুঃখেরও নিরাময়?
আনন্দ কি শুধু উচ্ছ্বাস?
নাকি কষ্টের ভারবাহক?
মিলন তো বিরহেরই প্রস্তুতি।
ক্ষণের অদেখা থেকে আমৃত্যু?
উৎসবে পার্বণে—ধনীর অঢেল অপচয় আর বিলাস?
নাকি মেলা শেষে গরিব পাঁপড় বিক্রেতার হাসিটুকু?
ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
মানুষ সৃষ্টি করেছে তাদের নিজের ঈশ্বরকে।
প্রয়োজন মতো যেখানে যেমন?
এত রক্তস্নান? খুন করতেও ঈশ্বর?
মানুষের রক্তে মানুষের উল্লাস?
প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধানে জেগে আছি আমি।

সম্বিৎ

সংবর্ধনার সভা সেদিন।
মানুষ অনেক চারপাশে
তবু একাকী নিঃসঙ্গতাই সাথি।
শুভাকাঙ্ক্ষী শুভার্থীরা পরিবেষ্টনে, তোষামোদকারীও বেশ আছে
ফুলের তোড়া মিষ্টি মালা উত্তরীয় শাল
নৃত্য গীতি, করতালি উপমা বিশেষণ
অবশেষে ঘরে ফেরা—অভিনন্দন শুভেচ্ছা।
হাতে হাতে প্যাকেট মিষ্টি উপহার
একাকীত্বে চন্দ্রগ্রহণ অন্দরে।

কাঁচুমাচু দূরে দাঁড়িয়ে সেও একা
ইশারায় ডেকে নিলাম কাছে
বললাম, সবাই গেছে চলে, দাঁড়িয়ে কেন?
—মঞ্চ বাঁধার শ্রমিক আমি।
সবাই বলছে, আপনি নাকি ভালো মানুষ, তাই।
খিদে নিয়ে পাঁচটা পেট ঘরে আমার
রোজগার তিনশ টাকা, তার তিরিশ টাকা কমিশন।
ভালো মানুষ কোথায় বাবু?
প্রণাম করব একটু? বলেই হঠাৎ প্রণাম পায়ে পড়ে।

এক গলা ফুলের মালায় দমবন্ধ আমি রুদ্ধবাক।
যেন অপরাধীর কাঠগড়ায়।
হঠাৎ প্রণাম চেতনার দরজায় করাঘাত অকস্মাৎ
প্রতিবাদের আমন্ত্রণ সহজ সরল শ্রমিকের।

দ্বৈত সত্ত্বা

আকাশ ভরা গোলাপ আর হৃদয় ভেজা কান্না
নিষ্পাপ অনন্তকাল।
কলঙ্ক মাখা ভালোবাসা আর অবিন্যস্ত শাড়ির আঁচল
শুধুই এক কোমলমতি অভিমান।
অবিরাম পরচর্চা আর নিরন্তর আক্ষেপ
ব্যর্থতার শিকলে জড়িয়ে ধরা আষ্টেপৃষ্ঠে।

নবপরিণীতার
মেনে নেওয়ার আর মৌনতায় সংকটে সকল ইচ্ছাগুলো
অঙ্কুরিত প্রতিবাদের বীজ, বেড়ে ওঠার আশায়
সৃষ্টি হয় নষ্ট ফুলশয্যা।
একান্ত আপন জানালাটা কেউ ছিনিয়ে নিলে
একান্ত গোপন কবিতাখানি ছিঁড়ে দিলে
অবিরাম রক্তক্ষরণ হৃদয়ে
অনেকবার অনেকক্ষণ অনেকদিন।

রঞ্জন উপেক্ষা করছে—
মিতু মানে—উপেক্ষাতেও ঘুমিয়ে থাকে ভালোবাসার সমর্পণ
রঞ্জন অবজ্ঞা করছে—
মিতু জানে
বিরহের কবিতাও
আবার হাত বাড়ানোর অপেক্ষায়।

কিডনি

পাশাপাশি ডেস্ক নতুন কাজে নতুন উদ্দীপন
ল্যাপটপে চোখ সেঁটে সারাদিন
শুরু ওদের বাক্যালাপ—হাই হ্যালো যখন যেমন।
প্রেম আসে পায়ে পায়ে হৃদয়ের অভিন্ন লয়ে
কপোতকপোতী যেমন ফুলে প্রজাপতি
রেস্টুরেন্টের টেবিলে সুমন আর লাবণী।
কফি হাউস সিনেমা লাঞ্চ ডিনার গ্রিটিংসের হাত ধরে
অবধারিত শৃঙ্খলায় শার্টের কলারে লিপস্টিক।
বউদির বাঁকা প্রশ্ন, এটা কি ঠাকুরপো?

সুমন অসুস্থ। ব্লাড টেস্ট, ইউ এস জি।
কিডনি দুটোই নষ্ট। ডায়ালাইসিস।
ডাক্তার বলেছে, কিডনি চাই। নইলে সুমন বাঁচবে না।
লাবণী বলল, ওর দিদি দেবে কিডনি।
মৃত্যুর মুখোমুখি সুমন ফিরল সঞ্জীবনে
সুমন লাবণীর শুভ পরিণয়ে শুভারম্ভ নতুন জীবনে।

সংকোচ কেন লাবণীর? আড়ষ্ট কেন!
আবেগঘন অসাবধানে একদিন
সুমন দেখে লাবণীর পিঠে কাটা দাগ
জড়িয়ে ধরে সুমন শুধোয় কিসের দাগ, লাবণী?
লাবণী বলতে পারে না—রুদ্ধ বাক।

লাশকাটা ঘর

লাশ আসে লাশ যায় প্রতিদিন লাশকাটা ঘর।
পোস্টমর্টেম আপনজনের চোখের জলে
রাতে ডিউটি কালু ডোম মর্গে
সারা রাত লাশ পাহারায় কালু ডোম
লাশের পাশে রাতটা—একটু ঝিমোয় একটু জিরোয়
ইঁদুরের ঠোঁট লাল হয়ে যায় রক্ত দাগে।

গাইনি ওয়ার্ডে বেডে শুয়ে কালুর বউ সাবিত্রী
সিজার অপারেশনে বাচ্চা হবে
গাইনি সার্জেন বলে গেছেন
অপারেশন সকাল বেলা
রক্ত লাগবে—ও পজিটিভ—দু বোতল
কালু আসবে কাল সকালে—ঘুম আসে না সাবিত্রীর।
কালু আসবে রক্ত নিয়ে ও পজিটিভ।

ভোর হয় হয় সবাই ঘুমায়, কি সর্বনাশ
ওয়ার্ড টয়লেটে সাবিত্রী যায় একা একা—
মাথা টলছে দুর্বলতায় চোখে আঁধার। হঠাৎ কি হয়!
কাপড় ভিজে মেঝে ভাসে রক্তস্রোতে।
সাবিত্রী আর নেই গো কালু, তুমি কোথায়।

মর্গে ভোর কালু ডোমের তাড়া আছে বউ রয়েছে হাসপাতালে।
খবর আসে লাশ আসছে আরও একটা এই সকালে।

বিষণ্ণ প্রস্থান

কালীপুজোর সন্ধে গড়িয়ে অনেক রাত
হাজার মানুষ মণ্ডপে
ঠাকুর দেখার লম্বা লাইন।
কমলবাবুর বাড়ির লনে
গিন্নি রানু, বিল্টু পল্টু বউমারা
বাজি পোড়ালেন আনন্দে
তুবড়ি, পটকা, হাওয়াই,
কান ফাটানো—চোখ ধাঁধানো
শব্দ যত মজা তত—
মজাই মজা!
তৃপ্ত কমলবাবু! বিল্টু পল্টু আটখান!
কমলবাবু আনন্দে—ফুলে ওঠে ছাতিখান।

এত রাতে ওবাড়িতে!
অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন কেন?
হার্ট অ্যাটাক বাজির শব্দে হয়তো।
নিমতলার শ্মশান ঘাটে ভিড় বাড়ল সে রাতে।
ছোটো ছেলে কবিতা লেখে মাঝে মাঝে
বিল্টুর চড় পল্টুর ঘুষি চোখে মুখে
প্রতিবাদের মাশুল এটা।
তবু লিখল রক্ত মাখা কলম দিয়ে—
কমলবাবু, তোমাদের কালীর নামে বলছি শোনো,
হাজার টাকার বাজি পোড়াও এক রাতে।
অর্ধেক তার বিলিয়ে দিয়ো ওদের হাতে—
ছিন্ন বস্ত্র অর্ধাহারে ওই যে ওরা মানুষগুলো—
শ্মশান যাত্রাও কমবে কিছু সে আনন্দে।

বিষাদ বর্ষা

কালু শেখ কাকভোরে আসে চাঁপাডালি।
ভ্যান চালায়, দিনে দু'শ কোনো দিন আরও কম।
কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে —সে আর মেয়ে রহিমা।
দুবেলা ভ্যান টানাতে কষ্ট বড়ো এ শরীর পঞ্চাশে।
দাওয়ায় বসে নিষ্পলক —দিনশেষে সন্ধ্যা নেমেছে ।
পড়শি বুধাই আসে কালুর বাড়ি—দুজনের বেলা-শেষের গল্প।
মুন্নি আসে কচি আঙুলে বুধাই শেখের হাত ধরে।
মুন্নি ওর তিন বছরের নাতনি।
মুন্নি এলেই আদরে টানে রহিমা।
রহিমার মা গেল গত বর্ষায়, ডেঙ্গু জ্বরে।
সেই বর্ষায় বড়ো ছেলে ভিন্ন হল বউ নিয়ে
ওঘরে-ও নাতনি আছে, কচির বয়স আড়াই
বর্ষায় কালুর মন ভালো নেই
কালুর বুকে ব্যথা বাড়ে—বৃষ্টির ফোঁটায় চোখের জলে।
কচি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোনোদিন কালু শেখের শূন্য কোলে!

সম্বন্ধ

কে বলেছে?
বর্ষা ছাড়া কদম ফুল ফুটবে না
ভোরের শিশির ছাড়া সিক্ত হয় না পদযুগল
পাখি ছাড়া বাতাসে গানের বোল ফোটে না
বৈশাখ ছাড়া ঈশানকোণে মেঘের আড্ডা জমে না
পাঞ্জাবি না পরলে কবিতা লেখা হয় না
বিরহ ছাড়া প্রেম মধুর হয় না
কলহ ছাড়া দাম্পত্য গভীরতা পায় না।

কে বলল?
হতাশা ছাড়া তৃষ্ণার জল কেবলই বিস্বাদ
প্রতীক্ষা ছাড়া সাগর তীরে সূর্য ওঠা দেখা যায় না
জাগরণ ছাড়া নিশি রাতে শুকতারা হাসে না
মিথ্যা ছাড়া প্রতিশ্রুতি আকাশ চুম্বন করে না
বুকের মধ্যে শূন্যতা ছাড়া উষ্ণ আলিঙ্গন হয় না।

আর সবাই বলেছে—একস্বরে
তুমি না থাকলে আমার আমি কে চিনতাম না।

পরাভূত প্রেম

হঠাৎ স্বর্গের বাগানে দেখা
শুধু হাসি আনন্দ ফুল ফল সুবাতাস
আদম-ইভ—ঈশ্বরের দেওয়া নাম।
প্রথম দেখাতেই লজ্জা ইভের
জলপাই পাতায় চেষ্টা লজ্জা নিবারণে
চোখে চোখ রাখতেই
ইভ নামিয়ে নেয় চোখ
জন্ম নিল লজ্জা।
লজ্জার গর্ভে বড়ো হল প্রেম।
লজ্জা উপেক্ষা করে প্রেম হল গভীর—
পৃথিবীতে প্রেম প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায়
অবৈধ আপেলের বায়না ইভের,
আদম ইভের মর্ত্যে আগমন আপেলের স্বাদে।
কামজ আকর্ষণ ভর করে শরীরের শিরায়
স্বেদ ক্লান্তি সুখের বপনে জন্ম নিল মানুষ।
আদম-ইভ নৈপুণ্যের পুনরাবৃত্তি প্রান্তরে প্রান্তরে।
পৃথিবীময় অমৃত ছন্দের রচনা।
লজ্জা আর প্রেমের মাঝে প্রবেশ দ্বন্দ্বের।
ক্রোধ আর হিংসার।
আধিপত্য শুরু নারী ও সম্পদে।
ক্রমে মানবতার সংকট—ধর্ষণ আর লুণ্ঠন।
পরাভূত প্রেম এখনও আশায়—
ফিরবে সুদিন—ফিরবে সেদিন।

কৌশিক

আমার বাড়িতে কৌশিক
সব বাড়িতেই এমন কৌশিক এমন কিশোর
সুদূর গ্রাম চৈতন্যপুর বাড়ি ওর
লেখাপড়া করবে তাই আশ্রিত আমার অনেকদিন।
ছোট্ট একটা ঘর বরাদ্দ
থাকা খাওয়া পড়া শুধু।
কচিৎ দেখা মুখোমুখি এই বাড়িতেও।
খেতে বসি এক টেবিলে, বলে উঠল কিশোর কৌশিক—
মামা, আইনস্টাইন বলেছিল—জ্ঞানীরা একটু পাগল পাগল।
তুমিও কি পাগল ভাবো নিজেকে?
ধমকে বলি, চুপ করে খা, এত পাকা কথা বলিস তুই।
চুপ করে যায় কিশোর ছেলে এক ধমকে
ওর ঘরে ঢুকি কোনোদিন, কি করছে—দেখব বলে
জ্ঞানীর মতো বলে ওঠে, মামা, সবার চরিত্র জীন চালিত—
পূর্বেই নির্ধারিত, তোমারও কি সব জীন চালিত?
আবার ধমক, পড়াশুনো ছেড়ে এসব নিয়েই চলবে?
ধমক খেয়ে বেড়েওঠা কিশোর বালক—বিচলিত চিত্তে।
উত্তর পায় না—
মনের কোণে অভিমানে অপমানে একটু একটু জমছেই
দিন দিন প্রতিদিন এভাবে বেড়ে ওঠা কৌশিকের
শান্ত বাবুদের অপেক্ষা নিয়ে মনটা।

দিন শেষে

অনন্তরে প্রশ্ন করেছি—
তোমার প্রান্তের প্রান্তরে কি আছে?
কারা আছে, ওরা?
জানতে ইচ্ছে করে।
বহুবার শুধায়েছি ওরে।
বোবা অনন্ত চেয়ে থেকেছে শুধু।

মনকে প্রশ্ন করেছি—
তোমার চাওয়ার শেষে যতি চিহ্ন দিতে পার?
ইচ্ছে পূরণ মন ভরিয়ে হয়েছে কোনোদিন?
জানতে ইচ্ছে করে।
বহুবার শুধায়েছি তারে।
মন চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে
নির্বিকার, এক ভারবাহী অবুঝের মতো।

ভাবনাকে প্রশ্ন করেছি—
তোমার ডানার সীমানা কোথায়?
কত আলোকবর্ষ উড়ে থামতে পার তুমি?
জানতে চাই একটুখানি।
বহুবার শুধায়েছি ভাবনারে।
ডানা ঝাপটে ভাবনা পালায় নিরুত্তর
আকাশের সীমানায়
প্রেমে ব্যর্থ অনর্থ প্রেমিকের মতো।

অনেক অভিজ্ঞতার মাঠ পেরিয়ে
ভারবাহী মনটাকে সঙ্গে নিয়ে
সন্ধ্যায় আমি হিসাবের খাতা হাতে।
আমাদের মতো সকলেই
ব্যতিব্যস্ত অঙ্ক মেলাতে
যে যার হিসাব চুকাতে
প্রদীপ নেভার আগে।

প্রকাশনা

স্মার্টফোনে ভেসে ওঠে
স্বপ্নের মতো ব্যাকুল চোখে
ভিডিও কলে ফুল স্ক্রিনে
প্রসব উৎসাহের আকুলতায়
ফসল তোলার আনন্দে
প্রকাশনার দিন গোনা—ধারাপাতে।
চোখ বন্ধ রেখে উপভোগ করি উদ্বেগটুকু
মিনি বিড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে
আমেজ নেওয়া উষ্ণতায়।
অগোচরে ঘাম জমে বিন্দু বিন্দু
শরীরের প্রান্তিক মেরু অঞ্চলে
স্নায়ু চাঞ্চল্যে।

অপেক্ষায় আর আগ্রহে
মলাট বাঁধা নতুন কাগজের সুগন্ধে
মোড়ক উন্মোচনের শিহরণ আর আনন্দে
পত্রিকার এক কলাম নিউজে
অক্ষরের প্রশংসা বাক্যে চোখ বোলানো বারেবারে
প্রচ্ছদে চেয়ে থাকা অনেকক্ষণ,
একদিন পৃথিবী ছাড়ব, বেঁচে থাকব বুক সেলফে
পুরোনো বইয়ের সাথে মনীষীদের পাশে—সেই আশায়—
মহাপ্রস্থানের পরেও—মলিন পাতার যত্নে।

(কবিতা বইয়ের প্রকাশনার অনুভূতিতে)